ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-337 ■ 6 September, 2026 ■ আগরতলা ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১৯ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে

বিজেপি-মথা-আইপিএফটি একসঙ্গে লড়বে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার এডিসি এলাকায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিজেপি, তিপরা মথা এবং আইপিএফটি যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা। তিন দলই রাজ্যে এনডিএ-র শরিক। পাশাপাশি ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাকি বিষয়গুলি নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সময়বদ্ধভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

আজ দিল্লি থেকে ফিরে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বৈঠকে তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা এবং বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয়কারী ড. সম্বিত পাত্রও উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠক প্রায় ৯০ মিনিট ধরে চলে। বৈঠকে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ড. মানিক সাহা বলেন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে দীর্ঘ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। যেহেতু নির্বাচন চলছে, তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর আগামী মাসেই সমস্ত বকেয়া বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হবে এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি জানান, চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও সমন্বয়ের জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষ থেকে টিম গঠন করা হয়েছে।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, বিজেপি, তিপরা মথা এবং আইপিএফটি একসঙ্গে নির্বাচনে লড়বে। তাঁর কথায়, মথা, আইপিএফটি এবং বিজেপি তিনটিই এনডিএ-র শরিক। আমরা টিডিসি নির্বাচন যৌথভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই জোট অব্যাহত থাকবে।

তবে আসন সমঝোতা এবং প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়ে শীঘ্রই চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের দাবি বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানাল বামফ্রন্ট। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বামফ্রন্ট।

আজ সিপিআই(এম) রাজ্য দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই(এম), সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের নেতারা তাঁদের বিভিন্ন দাবি ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে অভিযোগ করেন, বাম প্রার্থীদের বিভিন্নভাবে হুমকি ও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক হিংসার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে তিনি জানান।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, সিপিআই(এম) সহ বাম কর্মীদের উপর রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা বেড়েছে। শাসক দলের সমর্থকদের একাংশ এসব ঘটনায় জড়িত থাকলেও পর্যাপ্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করা হয়।

বিশেষভাবে হেজামারা, লেফুঙ্গা, বেলবাড়ি এবং জিরানিয়া ব্লকের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। অভিযোগ, ওই এলাকাগুলিতে বাম প্রার্থীদের ব্লক অফিসে ঢুকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। হেজামারায় কয়েকজন প্রার্থীকে ব্লক অফিসের ভিতর থেকে পুলিশকে উদ্ধার করতে হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়।

প্রার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন, সেজন্য সমস্ত ব্লক অফিসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে বামফ্রন্ট। এছাড়াও বিজেপি ও তিপরা মথা দলের সমর্থকদের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। রাজ্য সরকারে দুই দল জোটসঙ্গী হলেও তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে বলে দাবি বামফ্রন্টের।

বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা নিয়েও অভিযোগ তোলা হয়েছে। অতীতের নির্বাচনে বিরোধী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামপ্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়া হচ্ছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীদের, বিশেষ করে বামপন্থী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। তাঁর দাবি, কয়েকটি মহকুমায় এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।। এই সময়ের মধ্যে হুমকি-ধমকি থাকলেও বিরোধীরা নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, বিগত দিনগুলির তুলনায় এবার সরাসরি বামফ্রন্ট ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা লক্ষ্য করছি।

বিশেষ করে জিরানীয়া ও মোহনপুর মহকুমায় এই ধরনের ঘটনা বেশি করে নজরে আসছে বলে দাবি করেন তিনি। অন্যান্য কয়েকটি এলাকাতেও ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাই এই মুহূর্তে চূড়ান্তভাবে সবকিছু বলা সম্ভব নয় বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

তাঁর দাবি, মানুষের মনোভাবেও পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানুষ নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিতে সাহসী ও ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়টি অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই।

শাসক দলকে কটাক্ষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শাসক দল ভীত ও সন্ত্রস্ত বলেই এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস দেখাচ্ছে না।

সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেই বামপন্থীদের এগিয়ে যেতে হবে বলে জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এটা একটা লড়াই।

আগামী এক মাসের মধ্যে তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসকে স্বাগত জানালেন প্রদ্যোৎ

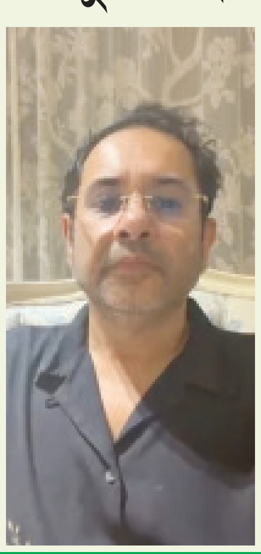

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। তিপ্রাসা চুক্তি আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার বক্তব্যকে স্বাগত জানালেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তাঁর দাবি, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে তাঁকেও এবং মুখ্যমন্ত্রীকেও এক মাসের মধ্যে অ্যাকর্ড বাস্তবায়নের বিষয়ে বলা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে সেই কথা জানানোয় তিনি সন্তুষ্ট বলেও জানান প্রদ্যোত।

আজ সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে দেরি হচ্ছে। প্রথমে ছয় মাসের কথা বলা হয়েছিল, পরে বারবার সময়সীমা পিছিয়েছে। এমনকি এডিসি নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে চুক্তি আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়েও মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে সেই সংশয় অনেকটাই দূর হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

তিনি বলেন, প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন, সময়বদ্ধভাবে অ্যাকর্ড বাস্তবায়ন হবে এবং সেই সময়সীমা এক মাস। তাঁর মতে, এতদিন তিনি একাই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেন বলে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন ছিল, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলছেন না। মুখ্যমন্ত্রী এবার বিষয়টি সামনে আনায় তিনি তা স্বাগত জানাচ্ছেন।

প্রদ্যোত আরও বলেন, দিল্লির বৈঠকে তিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে মথার যে নেতারা দিল্লিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ মন্ত্রিত্ব, চেয়ারম্যানশিপ, ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা অর্থ বরাদ্দের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনতলা থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ সেপ্টেম্বর ।। ছাদের কাজ করতে গিয়ে তিনতলা ভবন থেকে পড়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায় আশুতোষ দাসের বাড়িতে। মৃত শ্রমিকের নাম তপন দেবনাথ। তিনি বিশালগড়ের মধ্য ব্রজপুর এলাকার বাসিন্দা।

জানা যায়, শনিবার বাড়িটির ছাদে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত তিনতলার উপর থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন তপন দেবনাথ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তারা আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে তপন দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর তপন দেবনাথের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। সামান্য গাড়ি রাখা নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে উদয়পুরের খিলপাড়া সিএনজি স্টেশনে এক যুবকের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন উদয়পুরের ফুলকুমারী এলাকার বাসিন্দা শুভদীপ দাস।

জানা গেছে, রাত প্রায় ১১টা ৫৫ মিনিট নাগাদ পালটানা এলাকার একটি সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শুভদীপ। পথে খিলপাড়া সিএনজি স্টেশনের কাছে গাড়ি থামিয়ে তিনি একটি দোকানে যান। সেই সময় গাড়ি রাখা নিয়ে খিলপাড়া এলাকার মোবারক হোসেন ও সোহেল মিয়ার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে শুভদীপ দাসের উপর চাবি দিয়ে এবং কিল-ঘুষি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর মধ্যে মারপিটে আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ সেপ্টেম্বর ।। জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে মারপিটের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল পানিসাগর মহকুমার জলাবাসা কেউরি এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনায় এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনা ঘটে। এতে এক ব্যক্তি আহত হন। পরিবারের সদস্য ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোগী সহ অ্যাম্বুলেন্স বাধাপ্রাপ্ত, দিনভর দুর্ভোগ

সশস্ত্র আন্দোলনের হুমকি দিয়ে অবশেষে সড়ক-রেল অবরোধ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / ধর্মনগর, ৫ সেপ্টেম্বর ।। পুনর্বাসন চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের আন্দোলন শনিবার আরও তীব্র আকার নিল। বড়মুড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। অভিযোগ, অবরোধের জেরে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাওয়া রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সও আটকে দেওয়া হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, শনিবার দুটি অ্যাম্বুলেন্স অবরোধের মধ্যে আটকে পড়ে। এর মধ্যে কয়েকজন রোগী ডায়ালাইসিসের জন্য জিবি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। অ্যাম্বুলেন্স এগোতে না পারায় রোগীদের শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গন্তব্যের দিকে যেতে বাধ্য হতে হয় বলে অভিযোগ। ২০২৪ সালে সরকারের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট জঙ্গিরা। তাঁদের অভিযোগ, চুক্তিতে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও দুই বছর পরেও তার বেশ কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। এই দাবিতে শুক্রবার থেকে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ শুরু করেন তাঁরা। শনিবার দ্বিতীয় দিনেও অবরোধ অব্যাহত থাকে।

এদিকে, শনিবার পুলিশ অবরোধ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

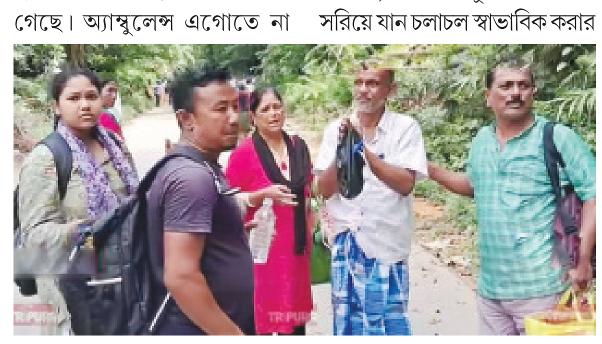

বন্‌ধের জেরে স্থগিত টিপিএসসি'র লিখিত পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। অবরোধের জেরে স্থগিত করা হল ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি)-র দুটি গুরুত্বপূর্ণ লিখিত পরীক্ষা। অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে এই পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

টিপিএসসি-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে ফুড সেফটি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৩/২০২৫ এবং মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল) পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৬/২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনিবার্য কারণে আগামীকালের নির্ধারিত পরীক্ষা আপাতত স্থগিত করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১৯ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শিক্ষক দিবস আত্মউপলব্ধির দিন

৫ই সেপ্টেম্বর, মহান শিক্ষাবিদ, দার্শনিক তথা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের পবিত্র জন্মজয়ন্তী। সমগ্র দেশজুড়িয়া এই বিশেষ দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সহিত পালিত হইয়াছে। শিক্ষক কেবল শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালে পাঠদানকারী কোনো ব্যক্তি নহেন; তিনি হইলেন সমাজ সংস্কারক এবং নতুন প্রজন্ম তথা দেশ গঠনের মূল কারিগর।বর্তমান ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিক্ষার আঙ্গিক অনেকটাই বদলাইয়া গিয়াছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার এই সময়ে তথ্যের অভাব নাই, কিন্তু মূল্যবোধের বড় অভাব। ঠিক এইখানেই শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম ও বিকল্পহীন। কারণ, তথ্যপ্রযুক্তি হয়তো জ্ঞান সরবরাহ করিতে পারে, কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর মনে নৈতিকতা, সহানুভূতি, ও আদর্শ মানুষ হইয়া উঠিবার বীজ বপন করিতে পারেন একমাত্র শিক্ষকই।দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রের সেই চিরন্তন পবিত্র সম্পর্কে কিছুটা হইলেও অবক্ষয় দেখা যাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ এবং যান্ত্রিক প্রতিযোগিতা গুরু-শিষ্যের মধ্যকার আত্মিক টানকে ম্লান করিয়া দিতেছে। এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে শিক্ষক দিবসের প্রাসঙ্গিকতা আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এটি কেবল একদিনের আনুষ্ঠানিক উৎসব কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিন নহে, বরং আত্মউপলব্ধির দিন।দেশ ও সমাজকে যদি সুস্থ ও প্রগতিশীল পথে ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে হয় (অথবা এগিয়ে নিয়ে যাইতে হয়), তবে শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা এবং অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে। একই সাথে শিক্ষকদেরও নিজেদের আদর্শ ও কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকিতে হইবে। আজকের দিনে সমস্ত মানুষ গড়িবার কারিগরদিগকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।শিক্ষক দিবসের মূল গুরুত্ব হইলো সমাজ গঠনে ও শিক্ষার্থীদের চরিত্র নির্মাণে শিক্ষকদের নিঃস্বার্থ অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ভারতে প্রতি বছর ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট দার্শনিক তথা মহান শিক্ষক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। অন্যদিকে, বিশ্বজুড়িয়া ৫ই অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। এই দিনটি শিক্ষার্থীদের তাহাদের শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মার্গদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জানানোর একটি আনুষ্ঠানিক সুযোগ করিয়া দেয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়া এবং স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। শিক্ষকরা কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানই দেন না, বরং শিক্ষার্থীদের সৎ, নিয়মানুবর্তী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলেন।ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বিশ্বাস করিতেন যে শিক্ষকরাই সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড। তাঁরই ইচ্ছানুসারে ১৯৬২ সাল থেকে তাঁহার জন্মদিনটি নিজের নামে না করিয়া দেশের সমস্ত শিক্ষকদের সম্মানে উৎসর্গ করা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় শিক্ষকদের অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে এই দিনে প্রতিভাবান শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এই উদযাপন সমাজকে মনে করাইয়া দেয় যে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নত করিতে শিক্ষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।বর্তমান সময়ে শিক্ষক দিবস শিক্ষকদের নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার গুরুত্বকেও তুলিয়া ধরে।

বিধায়ক তহবিল ও কেন্দ্রীয় সহায়তায় নিদয়ায় নতুন আশ্রম ভবনের উদ্বোধন

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: বিধায়ক তহবিল ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ধনপুর বিধানসভার নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শম্ভু টিলা আশ্রমপাড়ায় নির্মিত শ্রী শ্রী ব্রহ্মানন্দ গিরিধারী আশ্রমের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো।

আশ্রম ভবনের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই নিদয়া এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। নির্ধারিত সময়ের পর দুপুর ১২টা নাগাদ ধনপুর বিধানসভার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ ফিতে কেটে নবনির্মিত আশ্রম ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকও।

জানা গেছে, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিধায়ক তহবিলের অর্থ ও আর্থিক সহযোগিতায় আশ্রমের এই নতুন ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণের ফলে আশ্রমের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড আরও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঠালিয়া আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান মিঠু রানী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিপুল মজুমদার, পিন্টু আইচ, কাঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আশীষ কুমার পালসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনজাতি ও অজনজাতি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। নতুন আশ্রম ভবনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নিদয়া এলাকার ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আরও গতি আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

নীরবতার ভাষায় ভালোবাসা: 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' ও বাংলা সিনেমার অন্তর্লোক

নুরুল ইসলাম বাবুল

কলকাতার নন্দন চত্বরে সিনেমাপ্রেমীদের ভিড় যেন এক আলাদা সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আজও অর্ধাঙ্গিনী---র শেষ দৃশ্যটি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই কয়েক সেকেন্ডের জন্য প্রেক্ষাগৃহজুড়ে নেমে এল এক গভীর নীরবতা। তারপর সেই নীরবতাকে ভেঙে যেন একসঙ্গে গর্জে উঠল করতালির ঢেউ। মনে হলো, দর্শকেরা কেবল একটি চলচ্চিত্রের সমাপ্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন না; বরং দীর্ঘ আবেগযাত্রার শেষে নিজেদের ভেতরে জমে থাকা অনুভূতিরও এক নীরব মুক্তি উদ্যাপন করছেন।

আলো জ্বলে উঠতেই পর্দার সামনে এসে দাঁড়ালেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পাশে বাংলাদেশের জয়া আহসান এবং চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালকের মুখে তৃপ্তির হাসি, দুই অভিনেত্রীর চোখে বিনম্র কৃতজ্ঞতা। দর্শকদের উদ্দেশে কৌশিকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য "আজও হল হাউসফুল" ছিল নিছক একটি তথ্য নয়; বরং বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি দর্শকের অটুট আস্থার প্রতীক। বিশাল প্রচার, চটকদার বিপণন কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কৃত্রিম উন্মাদনা ছাড়াও যে একটি চলচ্চিত্র দর্শকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে পারে, আজও অর্ধাঙ্গিনী আবারও সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে। শেষ পর্যন্ত ভালো চলচ্চিত্রকে টিকিয়ে রাখে দর্শকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া প্রশংসাই।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র ভাষার সঙ্গে পরিচিত দর্শকদের কাছে এই সাফল্য নতুন নয়। শব্দ, বিসর্জন, বিজয়াপ্রতিটি চলচ্চিত্রেই তিনি মানুষের অন্তর্জগত, সম্পর্কের সংকট এবং নীরব মানসিক দ্বন্দ্বকে অসাধারণ সংযমে পর্দায় তুলে ধরেছেন। বাজারের চাহিদার কাছে গল্পকে সমর্পণ না করে তিনি বরাবরই মানুষের ভেতরের অদৃশ্য ভাঙন, ভালোবাসা, অনুশোচনা এবং আত্মিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম রসায়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আজও অর্ধাঙ্গিনী সেই শিল্পভাবনারই আরেকটি পরিণত প্রকাশ।

প্রথম দর্শনে ছবিটিকে একটি প্রেমের গল্প মনে হতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়, এটি মূলত প্রেমের পরেও থেকে যাওয়া মানুষের গল্প। সম্পর্ক ভেঙে যায়, সংসার বদলে যায়, মানুষ নতুন জীবনে প্রবেশ করে; কিন্তু স্মৃতি, অপরাধবোধ, অপূর্ণতা কিংবা ক্ষমা করার আকাঙ্ক্ষা কি কখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই চলচ্চিত্রটি এগিয়ে চলে। এখানে উচ্চকিত সংলাপ নেই, অযথা নাটকীয়তাও নেই। বরং নীরবতাই হয়ে ওঠে সংলাপ, একটি জানালা হয়ে ওঠে চরিত্র, আর দীর্ঘ বিরতি কখনও কখনও বহু কথার চেয়েও গভীর অর্থ বহন করে। একজন দর্শক হিসেবে আমিও সেই নীরব যাত্রার অংশ হয়ে উঠেছিলাম। একাধিক দৃশ্যে মনে হয়েছে, পরিচালক যেন আমাকে একটি গল্প দেখাচ্ছেন না; বরং নিজের জীবনের কোনো চাপা স্মৃতি কিংবা অনুচ্চারিত বেদনার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। বারবার চোখ ভিজে উঠেছে, অথচ কোথাও আবেগকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নেই। এই সংযমই চলচ্চিত্রটির সবচেয়ে বড় শক্তি।

এই অনুভূতির কেন্দ্রে রয়েছেন অবশ্যই জয়া আহসান। দুই বাংলার চলচ্চিত্রে তিনি বহুবার তাঁর অভিনয়শক্তির পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু আজও অর্ধাঙ্গিনী---তে মেঘনা চরিত্রে তিনি যেন নিজেকেও অতিক্রম করেছেন। তাঁর অভিনয়ে নেই কোনো কৃত্রিমতা, নেই বাড়তি আবেগের প্রদর্শন। বরং সংলাপের চেয়ে তাঁর চোখ, মুখের ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তি, নীরবতা এবং দীর্ঘ বিরতিগুলোই চরিত্রের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করে। চলচ্চিত্র-অভিনয়ের ভাষায় যাকে মিনিমালিস্ট পারফরম্যান্স বলা হয়, জয়া আহসানের এই অভিনয় তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মেঘনা কেবল একটি চরিত্র নন; তিনি এমন এক নারীর প্রতীক, যিনি জীবনের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের মানবিকতা হারান না। তাঁর ভেতরে যেমন ভালোবাসা আছে, তেমনি আছে ভয়, অভিমান, অনুশোচনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। চরিত্রটির এই বহুমাত্রিকতাকে জয়া আহসান এতটাই স্বাভাবিকভাবে ধারণ করেছেন যে অনেক সময় মনে হয় তিনি অভিনয় করছেন না; বরং সত্যিই মেঘনা হয়ে উঠেছেন। একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এখানেইযখন দর্শক অভিনেতাকে ভুলে গিয়ে কেবল চরিত্রটিকেই দেখতে শুরু করেন। এই চলচ্চিত্রে জয়া আহসানের উপস্থিতি আরেকটি অর্থেও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি কেবল দুই বাংলার একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন; তাঁর অভিনয় দুই বাংলার অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও মানবিক অনুভূতিরও এক সেতুবন্ধন। রাজনৈতিক সীমান্ত মানুষকে আলাদা করতে পারে, কিন্তু শিল্পের ভাষা সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায়। আজও অর্ধাঙ্গিনী সেই সাংস্কৃতিক সত্যকেই নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় ছবির আরেকটি অনিবার্য শক্তি। তাঁর অভিনয়ে রয়েছে দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেওয়া সংযম এবং গভীর মানবিকতা। জয়া আহসান ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের যৌথ দৃশ্যগুলোতে কোথাও একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রবণতা নেই; বরং দুই শিল্পী পরস্পরের অভিনয়কে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রে এমন অভিনয়-সমন্বয় এখন ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে। একইভাবে কৌশিক সেনও তাঁর চরিত্রে প্রয়োজনীয় সংযম বজায় রেখে গল্পের আবেগকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ফলে ছবিটির প্রতিটি অভিনয় যেন একটি সম্মিলিত শিল্পপ্রয়াসের অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে কেউ এককভাবে নয়, বরং সবাই মিলে গল্পটিকে সত্য করে তুলেছেন।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্মাণশৈলীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই যে, তিনি দৃশ্যের চেয়ে মানুষের মনের ওপর বেশি আস্থা রাখেন। তাঁর ক্যামেরা কখনও চরিত্রের মুখের খুব কাছে গিয়ে চোখের ভাষা পড়ে, আবার কখনও স্থির হয়ে থাকে একটি ফাঁকা ঘর, আধখোলা জানালা কিংবা দীর্ঘ করিডরের দিকে। এই নীরব দৃশ্যগুলো কেবল দৃশ্যমান বাস্তবতা নয়; এগুলো চরিত্রের অন্তর্লোকের রূপক। ফলে চলচ্চিত্রটি কেবল ঘটনা প্রবাহে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং দর্শককে চরিত্রগুলোর মানসিক ভুবনে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। চিত্রনাট্যের বিন্যাসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি সরলরৈখিক নাটকীয়তার পথে হাঁটে না; বরং স্মৃতি, বর্তমান, অনুশোচনা এবং অমীমাংসিত সম্পর্কের স্তরগুলোকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করে। কোথাও অপ্রয়োজনীয় সংলাপ নেই, কোথাও আবেগকে কৃত্রিমভাবে তীব্র করে তোলার চেষ্টা নেই। প্রতিটি দৃশ্য পরবর্তী দৃশ্যের আবেগগত ভিত্তি নির্মাণ করে। এই সংযমী চিত্রনাট্য দর্শককে কেবল গল্প অনুসরণ করতে নয়, চরিত্রগুলোর নীরব মানসিক যাত্রায় অংশগ্রহণ করতেও আহ্বান জানায়। চিত্রগ্রহণ ছবিটির নান্দনিক শক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আলো ও ছায়ার সূক্ষ্ম ব্যবহার, সংযত রঙবিন্যাস এবং নিখুঁত ফ্রেম নির্মাণ চলচ্চিত্রের আবহকে গভীরতা দিয়েছে। ক্যামেরা প্রায়শই চরিত্রের একাকিত্ব, দ্বিধা কিংবা অপ্রকাশিত অনুভূতিকে দৃশ্যমান করে তোলে। একটি স্থির ফ্রেম কিংবা দীর্ঘ নীরব শট অনেক সময় এমন আবেগ প্রকাশ করে, যা দীর্ঘ সংলাপেও সম্ভব নয়। এই ভিজ্যুয়াল সংবেদনশীলতা চলচ্চিত্রটিকে কেবল দৃষ্টিনন্দন নয়, শিল্পসম্মতও করে তুলেছে। সম্পাদনার গতি ছবিটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। বর্তমান সময়ে দ্রুত কাট, উচ্চকিত আবহসংগীত এবং অতিনাটকীয় আবেগ সৃষ্টির প্রবণতা অনেক চলচ্চিত্রেই দেখা যায়। আজও অর্ধাঙ্গিনী সে পথে হাঁটে না। এখানে দৃশ্যগুলোকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে, যাতে দর্শক চরিত্রের অনুভূতির সঙ্গে ধীরে ধীরে একাত্ম হতে পারেন। আবহসংগীতও কখনও আবেগ চাপিয়ে দেয় না; বরং চরিত্রগুলোর নীরবতার পাশে থেকে তাদের অনুভূতিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এই নান্দনিক সংযমই ছবিটির শিল্পমূল্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। চলচ্চিত্রটির সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এখানেই যে, এটি সম্পর্ককে কোনো চূড়ান্ত রায়ের মধ্যে আবদ্ধ করে না। বরং স্মৃতি, অনুপস্থিতি, ক্ষমা এবং ভালোবাসার দীর্ঘ প্রতিধ্বনিকে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরে। ছবি শেষ হওয়ার পরও তার আবেগ দর্শকের ভেতরে কাজ করতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়, আমরা যেন শুধু একটি চলচ্চিত্র দেখিনি; সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি নিজের জীবনের কিছু অসমাপ্ত সম্পর্ক, কিছু না-বলা কথা এবং কিছু অনুচ্চারিত ক্ষমার অনুভূতি। খুব কম চলচ্চিত্রই দর্শককে এমন আত্মসমালোচনার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আজকের বাংলা সিনেমা যখন অনেক ক্ষেত্রেই দর্শক টানতে বাহ্যিক চমক, বিপণন কিংবা প্রযুক্তিগত প্রদর্শনের ওপর নির্ভরশীল, তখন আজও অর্ধাঙ্গিনী মনে করিয়ে দেয় যে চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি এখনও গল্প, অভিনয় এবং মানবিক সত্য। প্রযুক্তি বদলাবে, প্রচারের মাধ্যম বদলাবে, দর্শকের অভ্যাসও পরিবর্তিত হবে; কিন্তু মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার শিল্পের কোনো বিকল্প নেই।

জয়া আহসান এই চলচ্চিত্রে আবারও প্রমাণ করেছেন, তিনি কেবল একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন; তিনি এমন একজন শিল্পী, যিনি চরিত্রের অন্তর্জগতকে নিজের ভেতরে ধারণ করে তাকে পর্দায় নতুন জীবন দিতে পারেন। মেঘনা চরিত্রে তাঁর সংযত অথচ গভীর অভিনয় দীর্ঘদিন বাংলা চলচ্চিত্র প্রেমীদের স্মৃতিতে থেকে যাবে। একই সঙ্গে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ও আরেকবার দেখিয়েছেন, চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা অনেক সময় উচ্চারিত শব্দে নয়, নীরবতায় নিহিত থাকে। সেই নীরবতা যখন একজন সংবেদনশীল নির্মাতার হাতে শিল্পে পরিণত হয়, তখন তা হাজার সংলাপের চেয়েও গভীর হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে আজও অর্ধাঙ্গিনী শুধু একটি চলচ্চিত্র নয়; এটি সম্পর্ক, স্মৃতি, অনুশোচনা, ক্ষমা এবং ভালোবাসার স্থায়িত্ব নিয়ে নির্মিত এক মানবিক শিল্পদলিল। চলচ্চিত্রটির শেষ পরিণতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের জীবন থেমে গেলেও তার রেখে যাওয়া ভালোবাসা, স্মৃতি ও মানবিক প্রভাব কখনও পুরোপুরি বিলীন হয় না। বিশেষত মেঘনার ছোট্ট মেয়েটি, যে সুমন চট্টোপাধ্যায়কেই নিজের বাবা বলে চিনে বড় হতে শুরু করেছিল, তাকে ঘিরে নির্মিত আবেগময় পরিসর ছবিটির মানবিক তাৎপর্যকে আরও গভীর করে তোলে। এখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্কই শেষ পর্যন্ত অধিক সত্য ও স্থায়ী হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রটি শেষ দৃশ্যের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না; বরং প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে ওঠার পরই দর্শকের মনোজগতে তার প্রকৃত প্রদর্শনী শুরু হয়। আমরা যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসি নিজের জীবনের কিছু অসমাপ্ত সম্পর্ক, কিছু না-বলা কথা এবং কিছু অনুচ্চারিত ক্ষমার অনুভূতি। আজও অর্ধাঙ্গিনী শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সম্পর্কের প্রকৃত পরিণতি কখনও আদালতের বিচ্ছেদপত্রে লেখা থাকে না; তা থেকে যায় মানুষের স্মৃতিতে, অভ্যাসে, দায়বোধে এবং নীরবতায়। মানুষ একটি সম্পর্ক থেকে সরে আসতে পারে, কিন্তু সেই সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় সেই অদৃশ্য মানসিক ভূগোলকে অসাধারণ সংযম, শিল্পবোধ এবং গভীর মানবিক দৃষ্টিতে পর্দায় রূপ দিয়েছেন। তাই এই চলচ্চিত্রের প্রকৃত শক্তি কাহিনির নাটকীয় মোড়ে নয়; মানুষের অন্তর্জগতকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করার ক্ষমতায়। সেই কারণেই আজও অর্ধাঙ্গিনী শুধু দেখার নয়অনুভব করার, ভেবে দেখার এবং নিজের জীবনকে নতুন করে পাঠ করার মতো এক বিরল চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতা।

ফোন: ৭০০৩৪৩১৩৩৮
শিক্ষক, লেখক ও গবেষক

বৃষ্টির জল নষ্ট করে জল সংকটের অভিযোগ কতটা যুক্তিযুক্ত?

বিশ্বজিৎ বৈদ্য
গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ষা এলেই একদিকে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অতিবৃষ্টির খবর, অন্যদিকে বছরের অন্য সময়ে পানীয় জলের সংকটএই দুই বিপরীত চিত্র আজ ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। প্রশ্ন হল, যে দেশে বর্ষাকালে আকাশ থেকে বিপুল পরিমাণ জল নেমে আসে, সেই দেশেই কেন বছরের একটি বড় সময়ে মানুষকে জলসংকটের মুখোমুখি হতে হয়? এর উত্তর খুঁজতে গেলে শুধু বৃষ্টির পরিমাণ নয়, আমাদের জল ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাতে হবে।

জল প্রকৃতির দান হলেও নিরাপদ ও পর্যাপ্ত জল মানুষের জন্য নিশ্চিত হয় না শুধুমাত্র বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির জল কোথায় পড়ছে, কতটা মাটির ভিতরে প্রবেশ করছে, কতটা জলাশয়ে জমছে এবং কতটা দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে নদী বা সমুদ্রে চলে যাচ্ছে এসবের উপর একটি অঞ্চলের জলনিরাপত্তা অনেকটাই নির্ভরশীল। অথচ আমাদের নগর ও গ্রামাঞ্চলের জল ব্যবস্থাপনায় এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

শহরাঞ্চলে সমস্যাটি আরও প্রকট। রাস্তা, ফুটপাত, বাড়ি, শপিং কমপ্লেক্স ও অন্যান্য নির্মাণের ফলে মাটির খোলা অংশ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ফলে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢোকার পরিবর্তে পাকা নর্দমা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে। বর্ষায় সামান্য বেশি বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে, অথচ সেই জলই কয়েক মাস পর ভূগর্ভস্থ জলের অভাবের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ একই জল এক সময়ে 'অতিরিক্ত' এবং অন্য সময়ে 'অপ্রতুল' হয়ে উঠছে।

গ্রামাঞ্চলেও পরিস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক নয়। বহু প্রাচীন পুকুর, দিঘি, খাল ও জলাভূমি নানা কারণে সংকুচিত বা ভরাট হয়েছে। যে জলাশয়গুলি একসময় বর্ষার জল ধরে রাখত এবং ধীরে ধীরে ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে পুনর্ভরণ করত, সেগুলির সংখ্যা কমে যাওয়ায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার স্বাভাবিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে। জলাশয় সংরক্ষণ তাই কেবল পরিবেশ রক্ষার বিষয় নয়; এটি ভবিষ্যতের জল নিরাপত্তার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভূগর্ভস্থ জলের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা। কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন বাড়ছে। কিন্তু যে হারে জল তোলা হচ্ছে, সেই হারে যদি ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ না হয়, তাহলে জলস্তর ক্রমশ নেমে যাওয়াই স্বাভাবিক। অনেক অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে কুয়ো বা নলকূপে জল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ার পেছনে এই ভারসাম্যহীনতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। অনেক অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সময়কাল ও ধরনে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং দীর্ঘ সময় বৃষ্টিহীনতাএই দুই পরিস্থিতি একই অঞ্চলে দেখা দিতে পারে। ফলে শুধু 'কত মিলিমিটার বৃষ্টি হল' এই প্রশ্ন যথেষ্ট নয়; সেই বৃষ্টির জল আমরা কতটা ধরে রাখতে পারলাম, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই কারণেই রেনওয়াটার হারভেস্টিং বা বৃষ্টির জল সংরক্ষণকে জল ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা দরকার। বাড়ির ছাদ থেকে নেমে আসা জল সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা যায় অথবা উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূগর্ভে প্রবেশ করানো যায়। স্কুল, কলেজ, সরকারি ভবন, হাসপাতাল, আবাসন ও বড় বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে স্থানীয় জল সম্পদের উপর চাপ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

তবে শুধু বড় বড় প্রকল্প করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। জল ব্যবস্থাপনার মূলনীতি হতে হবে'স্থানীয় জল স্থানীয়ভাবে ধরে রাখা'। গ্রামের পুকুর পুনরুদ্ধার, খাল সংস্কার, জলাভূমি রক্ষা, ছোট জলাধার তৈরি এবং কৃষিজমিতে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা একই সঙ্গে করতে হবে। শহরেও নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জল মাটিতে প্রবেশের সুযোগ রাখা দরকার।

এখানে প্রশাসনের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই নাগরিকের দায়িত্বও কম নয়। বাড়ির কল খোলা রেখে জল অপচয় করা, অপ্রয়োজনীয়ভাবে ভূগর্ভস্থ জল তোলা কিংবা জলাশয়কে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করাএসব অভ্যাস বদলানো জরুরি। জলকে সীমাহীন সম্পদ হিসেবে দেখার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে জল ব্যবস্থাপনা হতে হবে তথ্যভিত্তিক। কোন অঞ্চলে কত বৃষ্টি হয়, কত জল ভূগর্ভে প্রবেশ করছে, কত জল উত্তোলন করা হচ্ছে এবং কোথায় জলস্তর কমছেএই তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রযুক্তি, জি আই এস ও রিমোট সেন্সিং-এর মতো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জলসম্পদের মানচিত্র তৈরি ও জলসংকটপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করা সম্ভব। স্থানীয় স্তরে এই তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করলে সরকারি অর্থের অপচয়ও কমবে।

জলসংকট মোকাবিলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জল ব্যবহারের অগ্রাধিকার নির্ধারণ। পানীয় জল, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে ভবিষ্যতে সংঘাত বাড়তে পারে। তাই জলকে শুধু একটি পণ্য হিসেবে নয়, একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, বৃষ্টির জলকে 'নিকাশি সমস্যা' হিসেবে দেখার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। বর্ষার জল যত দ্রুত সম্ভব শহর বা গ্রাম থেকে বের করে দেওয়াই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহলে সেই জলকে সম্পদে পরিণত করার সুযোগ নষ্ট হবে। বরং যেখানে সম্ভব, বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে, মাটিতে প্রবেশ করাতে হবে এবং স্থানীয় জলাধারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

জলসংকটের সমাধান তাই কেবল নতুন পাইপলাইন, নতুন জল প্রকল্প বা দূরবর্তী উৎস থেকে জল এনে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রকৃত সমাধান শুরু হতে পারে আমাদের পায়ের নিচের মাটি এবং মাথার উপর থেকে নেমে আসা বৃষ্টির জলকে ঘিরে। যে জল প্রতিবছর আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তাকে যদি আমরা সংরক্ষণ করতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতের জলসংকটের জন্য কেবল প্রকৃতিকে দায়ী করা অন্যায়। বৃষ্টির জল আমাদের কাছে বোঝা নয়, সম্পদ। সেই সম্পদকে ধরে রাখার ক্ষমতাই আগামী দিনের জলনিরাপত্তার অন্যতম মাপকাঠি।

রাইন, কোলাঘাট, পূর্ব
মেদিনীপুর, ৭২১১৩০
মোবাইল- ৭৮৭২১৭৭৭৭১

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ

সভাপতি শাহীন চৌধুরী, সম্পাদক মাছুম বিল্লাহ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

মনির হোসেন

ঢাকা, সেপ্টেম্বর ০৫: বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ'(ইমক্যাব) এর নির্বাচনে শাহীন চৌধুরী (ত্রিপুরা এক্সপ্রেস) সভাপতি ও মাছুম বিল্লাহ (দৈনিক যুগশঙ্খ ও ইস্টার্ন ক্রনিকল) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে অনুষ্ঠিত ইমক্যাব নাইট ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। আগামী দুই বছরের জন্য নির্বাচিত কমিটির অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি রাজীব খান (টিভি ৯), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর আফরোজ জামান (ইউএনআই), কোষাধ্যক্ষ আবু আলী (আমার অসম) ও সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল হক ভুইয়া (ত্রিপুরা দর্পণ)। কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন- বাসুদেব ধর (দৈনিক স্টেটসম্যান), রফিকুল ইসলাম সবুজ (দৈনিক দেশের কথা), নির্মল চক্রবর্তী (ফেইস নিউজ), জাকির হোসেন (দৈনিক স্যান্দন) ও মনির হোসেন (ত্রিপুরা টাইমস)। ইমক্যাব নির্বাচনের ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখ ছিল ৫ সেপ্টেম্বর। গত ২৯ আগস্ট ছিল মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার শেষ সময়। তবে সব পদেই একটি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল। সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি দৈনিক এই সময়ের প্রতিনিধি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইমক্যাব নাইটে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব গোকুল ভি.কে, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভুইয়া, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বিএনপি নেতা সোমনাথ দে, ইমক্যাবের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ও উপদেষ্টা ফরিদ হোসেন, উপদেষ্টা ও পিটিআই প্রতিনিধি আনিসুর রহমান, ইমক্যাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দীপ আজাদ ও সিনিয়র সাংবাদিক সোহরাব হাসান প্রমুখ। সবশেষে এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আসাম-মনিপুরে যৌথ অভিযানে বিপুল মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ৯

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আসাম ও মনিপুরে পৃথক গোয়েন্দা-ভিত্তিক যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আসাম রাইফেলসের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনার স্পিয়ার কোর, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে শুক্রবার এই অভিযানগুলি চালানো হয়।

মনিপুরের জিরিবাম এবং আসামের শ্রীভূমি জেলায় পরিচালিত অভিযানে মোট ১০.৮৯১ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এছাড়া প্রায় ১৪ হাজার ইয়াবা/মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ২.৫ কোটি টাকা। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্পিয়ার কোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ জানিয়েছে, আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে এই অভিযানগুলি সফল হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া, অবৈধ পাচারের রুট বন্ধ করা এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করাই নিরাপত্তা বাহিনীর লক্ষ্য।

অন্যদিকে, মনিপুরের ইম্ফল পূর্ব জেলায় আসাম রাইফেলস ও মনিপুর পুলিশের পৃথক গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযানে ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর কেইশামপাত ও চারাংপাত এলাকায় চালানো ফলো-আপ অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন ডজ্জ্রুচ (জ্ঞ)-এর তিন সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মনিপুরে অবৈধ অস্ত্র ও তোলাবাজির চক্র ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে চলা জাতিগত হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের সহায়তায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আসাম রাইফেলস।

একজন শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকের মতে, মনিপুরে অতীতে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ও কাউন্টার টেররিজম অভিযানে বড় ধাক্কা খাওয়া কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন বর্তমানে তোলাবাজি ও নিয়োগের মাধ্যমে ফের সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি সীমান্তপথে মাদক পাচার থেকেও তাদের অর্থ জোগান আসছে বলে দাবি করা হয়েছে।

নিরাপত্তা আধিকারিকরা জানান, ব্রাউন সুগার ও ইয়াবার মতো মাদক মূলত মিয়ানমার থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঢোকে। মিয়ানমারে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের শিবির রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মাদক পাচার ও অবৈধ অস্ত্রের সঙ্গে জঙ্গি কার্যকলাপের যোগসূত্র থাকায় এই চক্রগুলি ভেঙে দেওয়াকে মনিপুরে শান্তি ফেরানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কেন্দ্রের 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর আওতায় মাদক পাচারপ্রবণ রাজ্যগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, মাদক পাচারকারীরা ভালো আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু যুবককে এই অবৈধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত করছে। তাই মূল পাচার নেটওয়ার্কগুলিকে চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলতে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে।

আহমেদাবাদের ক্রীড়া ক্যালেন্ডারে নতুন মাত্রা

আহমেদাবাদ, ৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মাত্র ছয় মাসে পঞ্চম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে আহমেদাবাদ। শুক্রবার সাবরমতী রিভারফ্রন্টে ওয়ার্ল আর্চারি প্যারা সিরিজ-২০২৬ শুরু হওয়ার পর এই তথ্য জানান গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি।

তিনি বলেন, আহমেদাবাদে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ধারাবাহিক আয়োজন রাজ্যের উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া-পরিবেশেরই প্রতিফলন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংঘভি বলেন, এটি শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং মানুষের অসাধারণ সক্ষমতা ও দৃঢ় সংকল্পের উদযাপন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ ভার্চুয়ালি এই চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা চলবে ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর।

সাংঘভি জানান, আদিবাসী এলাকার তরুণদের মধ্যে তিরন্দাজি একটি স্বাভাবিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। এই অঞ্চলগুলির বহু ক্রীড়াবিদ ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাট একটি সুসংহত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ক্রীড়াক্ষেত্রে ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন শুরু হওয়া 'খেল মহাকুম্ভ'-এ এখন প্রতি বছর ৭৫ লক্ষেরও বেশি ক্রীড়াবিদ অংশ নিচ্ছেন।

গান্ধীনগরে একটি অত্যাধুনিক প্যারা স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও স্পোর্টস সায়েন্স-ভিত্তিক আধুনিক প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো থাকবে।

গুজরাটের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠার কথা তুলে ধরে সাংঘভি বলেন, রাজ্য ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস এবং ভবিষ্যতে অলিম্পিকের মতো বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চায়।

ডাব্লিউএপিএস-২০২৬-এ ভারত, চিন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কাজাখস্তান, মেক্সিকো, স্লোভাকিয়া, আমেরিকা, উজবেকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, সাইপ্রাস, চেকিয়া, ইরাক এবং রাশিয়া-সহ ১৯টি দেশের ১০৮ জন তিরন্দাজ অংশ নিচ্ছেন।

প্রতিযোগিতায় রিকার্ভ ওপেন, কম্পাউন্ড ওপেন, ডাব্লিউ১ এবং ভিস্যুয়ালি ইমপেয়ার্ড বিভাগ রয়েছে।

চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আরও গভীরে ভারত-নেপালের উদ্ধারকারী দল

কাঠমান্ডু, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান অব্যাহত রেখেছে ভারতীয় উদ্ধারকারী দল। নেপালি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশেষ প্রশিক্ষিত টানেল রেসকিউ টিমগুলি চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গের অবরুদ্ধ অংশ পরিষ্কার করে ভিতরে আটকে থাকা ব্যক্তিদের সন্ধানে আরও গভীরে অভিযান চালাচ্ছে।

শুক্রবার ভারতীয় টানেল রেসকিউ টিম চিলিমে সুড়ঙ্গের ভিতরে অভিযান চালায় এবং ভারী যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত অংশের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী ট্র্যাক তৈরির কাজ শুরু করে। রসুয়া জেলার স্যাব্রুবেশি গ্রামের কাছে অবস্থিত চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি গত ২৬ আগস্টের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্ধারকারীরা ইতিমধ্যেই চিলিমে সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। জলমগ্ন ও ধ্বংসাবশেষে আটকে থাকা অংশগুলিতে পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে নিরাপত্তার জন্য দড়ি বসানো হয়েছে। জল ও ধ্বংসাবশেষের কারণে যেখানে চলাচল এখনও কঠিন, সেখানে অস্থায়ী ভাসমান ব্যবস্থা ও পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদ্ধারকারী দলগুলির লক্ষ্য হল ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলিকে নিরাপদ ও চলাচলের উপযোগী করে তোলা, যাতে আরও ভারী যন্ত্রপাতি ভিতরে নিয়ে যাওয়া যায় এবং তল্লাশি অভিযান জোরদার করা সম্ভব হয়।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দলের পাশাপাশি চিকিৎসকরাও নেপালে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। উচ্চ প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও প্যারামেডিকদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় মেডিক্যাল টিম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুচ্যুত স্থানীয় বাসিন্দাদের চিকিৎসা, জরুরি পরিষেবা এবং মানবিক সহায়তা দিচ্ছে।

শনিবার এক্স-এ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নেপাল নবীন শ্রীবাস্তব জানান, ভারতীয় টানেল রেসকিউ টিম নেপালি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে চিলিমে সুড়ঙ্গে আরও গভীরে গিয়ে জল নিষ্কাশনের কাজ করেছে। ভারী যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেওয়ার জন্য অস্থায়ী ট্র্যাক তৈরির পাশাপাশি দলের চিকিৎসকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরও পরিচালনা করেছেন।বন্যার পর থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে জরুরি সহায়তা পৌঁছে দিতে ভারতীয় দলগুলি নেপালি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

ভয়াবহ বন্যার পর ভারত এখনও পর্যন্ত নেপালে টন টন ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে এবং ১৬৬ জন ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করেছে। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক ওষুধ, অস্ত্রোপচারের সামগ্রী, ত্রিপল, স্লিপিং ব্যাগ, কম্বল এবং জল পরিশোধনের ট্যাবলেট।

চিলিমে ও লাংটাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকাতেও ভারতীয় টানেল রেসকিউ টিম মোতায়েন রয়েছে। সেখানে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে বন্যার পর আটকে পড়া কর্মীদের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

এছাড়াও ১৯ সদস্যের ডিএনএ ও ফরেনসিক বিশ্লেষণ দল নেপালে কাজ করছে। নিখোঁজ ও মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করছে এই দল। একই সঙ্গে বিপর্যয়ের প্রকৃত মাত্রা নির্ধারণ এবং তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/EE/SNM/PWD/2026-27, Dt: 02/09/2026

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to **3.00 P.M. on 16/09/2026** for the following work:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	112/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2025-26 (2nd Call)	₹ 7,13,50,567.31	₹ 14,27,011.00	240 days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1869/26

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

PNIe-T No:- 12/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27
e-Tender in Single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 30/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	₹ 6,71,044.00	₹ 13,421.00	Upto 3.00 P.M on 14.09.2026	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 14.09.2026 if possible
2	DNIeT No. : 31/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	₹ 3,90,540.00	₹ 7,811.00			
3	DNIeT No. : 32/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	₹ 9,93,048.00	₹ 19,861.00			
4	DNIeT No. : 33/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	₹ 11,88,365.00	₹ 23,767.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

ICA-C-1864/26

(Er. R. D Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

উচ্চঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথে ভারতীয় নাবিকদের নজরদারিতে ডিজিএমএ-র নতুন ট্র্যাকিং মডিউল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতীয় পতাকাবাহী এবং বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের গতিবিধি নজরে রাখতে ই-ন্যাভিক (ই-নাবিক) পোর্টালে 'সিফেয়ারার ট্র্যাকিং মডিউল' চালু করল ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিএমএ)। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সমুদ্রপথে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৪ সেপ্টেম্বর জারি করা এক সার্কুলারে ডিজিএমএ জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী, পারস্য উপসাগর, গালফ অব ওমান, লোহিত সাগর, গালফ অব এডেন, বাব-এল-মান্দেব, কৃষ্ণ সাগর এবং সোমালিয়া সংলগ্ন এলাকায় বর্তমানে বাণিজ্যিক জাহাজ ও নাবিকদের ঝুঁকি বেড়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় পতাকাবাহী এবং বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাবিক কর্মরত রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কোনও জরুরি ঘটনা ঘটলে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান, সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে ভারতীয় নাবিকদের অবস্থান পর্যবেক্ষণের একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে ডিজিএমএ।

বর্তমানে মডিউলটি বেটা সংস্করণে চালু রয়েছে। রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সার্ভিস লাইসেন্সি (আরপিএসএল) এবং সংশ্লিষ্ট শিপিং সংস্থাগুলি তথ্য আপডেট করার পর এর মাধ্যমে ভারতীয় নাবিকদের আরও কার্যকরভাবে নজরদারি করা সম্ভব হবে।

ডিজিএমএ সমস্ত আরপিএসএল এবং শিপিং সংস্থাকে মডিউলে নাবিক, জাহাজ এবং জাহাজের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করার নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে জাহাজের পরিচয় ও যাত্রাপথের তথ্য, জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরপিএসএল-এর তথ্য দিতে হবে। কোনও জাহাজের সঠিক অবস্থান জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বাচন করে মডিউলে জাহাজটির তথ্য যুক্ত করা যাবে। পরে অবস্থানের তথ্য পাওয়া গেলে তা আপডেট করতে হবে।

ডিজিএমএ জানিয়েছে, তথ্য আপডেট হয়ে গেলে উচ্চঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজগুলিতে থাকা ভারতীয় নাবিকদের একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে। অঞ্চলভিত্তিক জাহাজ ও নাবিকদের তথ্য জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অবিলম্বে উচ্চঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় চলাচলকারী সমস্ত জাহাজ এবং তাতে থাকা ভারতীয় নাবিকদের তথ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মডিউলে আপডেট করতে হবে। এরপর নিয়মিতভাবে জাহাজের অবস্থান প্রতিদিন এবং নাবিকদের সাইন-অন ও সাইন-অফের তথ্য আপডেট করতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষভাবে পারস্য উপসাগর (হরমুজ প্রণালীর পশ্চিমে), গালফ অব ওমান (হরমুজ প্রণালীর পূর্বে), লোহিত সাগর, গালফ অব এডেন এবং কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে ভারতীয় নাবিক থাকা জাহাজগুলির তথ্য দ্রুত আপডেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিজিএমএ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাকে আরও স্বয়ংক্রিয় করার বিভিন্ন বিকল্প খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে ম্যানুয়াল তথ্য আপডেটের প্রয়োজন কমে আসে।

একই সঙ্গে মডিউলে আপডেট করা তথ্য, বিশেষ করে জাহাজের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য, গোপনীয় এবং নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকারযুক্ত থাকবে। নির্ধারিত অনুমতি অনুযায়ী শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিরাই নির্দিষ্ট লগইন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই তথ্য দেখতে পারবেন। বিদেশ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংকটের কারণে এখনও পর্যন্ত ১০ জন ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন। কিছু সময়ের বিরতির পর ওই অঞ্চলে ফের সংঘাত শুরু হয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে আরও পাঁচজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আগরতলা লোক ভবনে রাজ্যপালের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মতবিনিময়

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: ৬৫তম শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় আগরতলার লোক ভবনে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু জাতীয় ও রাজ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিশেষ শিক্ষাবিদদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁদের মূল্যবান অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি তাঁদের নিষ্ঠা, অঙ্গীকার এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও স্পেশাল এডুকেটরগণ রাজ্যপালের সঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পান।

আপার অ্যানিকাটে পৌঁছল মাত্র ১,৫০০ কিউসেক কাবেরী জল, সেচ নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

তিরুচি, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কাবেরী বদ্বীপের সেচের জন্য মেট্টুর বাঁধ থেকে ছাড়া জল তামিলনাড়ুর তিরুচি জেলার মুক্কোম্বুর আপার অ্যানিকাটে পৌঁছেছে। তবে জলের প্রবাহ ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় কৃষকদের সেচের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় গত ১ সেপ্টেম্বর বদ্বীপের জেলাগুলিতে চাষাবাদের জন্য মেট্টুর জলাধার থেকে ৭,০০০ কিউসেক জল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার সকালে আপার অ্যানিকাটে পৌঁছনোর সময় সেই প্রবাহ কমে দাঁড়ায় মাত্র প্রায় ১,৫০০ কিউসেকে।

এ বছর মেট্টুর জলাধারে পর্যাপ্ত জল না থাকায় জল ছাড়তে দেরি হয়। এর ফলে কাবেরী বদ্বীপের কয়েকটি এলাকায় কুরুভাই ধানের চাষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে জলাধারের জলস্তর ৯২ ফুটে পৌঁছনোর পর জল ছাড়া হয়। সেই সময় জলাধারে জলের প্রবেশের হার ছিল ৮,৪৫৬ কিউসেক।

বৃহস্পতিবার জল করুর জেলার মায়ানুর ব্যারাজে পৌঁছয়। সেখানে প্রথমে প্রবাহ ছিল ২,৭৩৭ কিউসেক, পরে তা বেড়ে ৪,০৮১ কিউসেকে পৌঁছয়। এরপর মায়ানুর থেকে আপার অ্যানিকাটের দিকে প্রায় ২,০৫০ কিউসেক জল ছাড়া হয়।

শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ জল মুক্কোম্বুতে পৌঁছয়। আধিকারিকরা জানান, ব্যারাজে আগে থেকেই প্রায় ৭৭৭ কিউসেক জল মজুত ছিল, যা পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হচ্ছিল। তবে মায়ানুর থেকে ছাড়া ২,০৫০ কিউসেকের মধ্যে মাত্র প্রায় ১,৫০০ কিউসেক আপার অ্যানিকাটে পৌঁছেছে।

প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়বে বলে আশা করে আধিকারিকরা আপার অ্যানিকাট থেকে পাওয়া ১,৫০০ কিউসেক জল কাবেরী নদী দিয়ে গ্র্যান্ড অ্যানিকাট বা কল্লানাইয়ের দিকে ছেড়ে দেন। শনিবারের মধ্যে জল কল্লানাইয়ে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে এবং রবিবার থেকে সেচ ব্যবস্থায় জল ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

তবে সেচ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, বদ্বীপের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে কার্যকরভাবে জল পৌঁছে দিতে বর্তমান প্রবাহের তুলনায় অনেক বেশি জল প্রয়োজন। তাঁদের মতে, সেচ ব্যবস্থা যথাযথভাবে চালু রাখতে ১৬,০০০ কিউসেকের বেশি প্রবাহ দরকার।

বর্তমান প্রবাহে মূল নদীখাতেই অধিকাংশ জল সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। ফলে শাখা নদী ও কৃষিজমিতে জল পৌঁছে দেওয়া সেচ খালগুলিতে পর্যাপ্ত জল নাও পৌঁছতে পারে। ইতিমধ্যেই কৃষকরা সেচ খালে পর্যাপ্ত জল ছাড়ার দাবি জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আগামী কয়েক দিনে জলপ্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লে ফসলের জন্য জলের অপেক্ষায় থাকা কৃষকদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বড় কোনও স্বস্তি মিলবে না।

শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে নাগাল্যান্ড, ভারত ও বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগও বাড়ছে: মুখ্যমন্ত্রী রিও

কোহিমা, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নাগাল্যান্ড বর্তমানে শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল রাজ্যে পরিণত হয়েছে এবং দেশের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি বিশ্বের সঙ্গেও ক্রমশ আরও বেশি সংযুক্ত হচ্ছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও। শুক্রবার রাজ্য বিধানসভার চলতি অধিবেশনে এক আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।রিও বলেন, কয়েক দশক আগের নাগাল্যান্ডের সঙ্গে বর্তমান রাজ্যের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। শান্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তাঁর দাবি, ১৯৬৩ সালে রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর গত পাঁচ বছরে নাগাল্যান্ডের নিরাপত্তা পরিস্থিতি রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম শান্তিপূর্ণ সময়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনগুলির কার্যকলাপ সংক্রান্ত ২৫৭টিরও বেশি ঘটনা ঘটেছিল। আন্তঃগোষ্ঠী সংঘর্ষসহ বিভিন্ন ঘটনায় আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের সদস্য ও সাধারণ নাগরিক মিলিয়ে ১২০ জনেরও বেশি প্রাণ হারান। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর ছয়জন সদস্যও নিহত হন। এর বিপরীতে, ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সশস্ত্র গোষ্ঠী সংক্রান্ত ঘটনা কমে মাত্র আটটিতে দাঁড়িয়েছে বলে জানান রিও। এই ঘটনাগুলিতে আন্ডারগ্রাউন্ড গোষ্ঠীর সদস্য ও সাধারণ নাগরিক মিলিয়ে চারজন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। রিও বলেন, তুলনামূলক পরিসংখ্যানই পরিস্থিতির পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রমাণ। দীর্ঘদিনের হিংসা ও হত্যার অন্ধকার থেকে শান্তি ও উন্নতির পথে নাগাল্যান্ডের এই যাত্রা সহজ ছিল না। বহু বছরের প্রচেষ্টা ও কঠিন পথ পেরিয়ে রাজ্যে বর্তমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে।রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালে নাগাল্যান্ডে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় স্বীকৃতিযোগ্য অপরাধের হার ছিল ৬১.৬। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডসের তথ্য অনুযায়ী, দাদরা ও নগর হাভেলির পর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে এটিই ছিল দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অপরাধের হার। একই সময়ে সারা ভারতে এই হার ছিল ৪১৮.৮।নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রেও নাগাল্যান্ডের পরিস্থিতি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বলে দাবি করেন রিও। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার ৫.১, যেখানে জাতীয় গড় ৬৪.৬। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাগাল্যান্ডের উন্নয়ন এবং দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিসরে রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

হোটেলের ঘরের দেওয়ালে ঘড়ি না থাকার কারণ

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙার পর সারাদিন ঘড়ির সঙ্গ দৌড়াদৌড়ি। বাড়ির ঘড়ি, স্টেশনের ঘড়ি, অফিসের ডেডলাইন। বেঁধে দেওয়া সময় থেকে ছুটি নিয়ে প্রত্যেকেই কোথাও না কোথাও যান বেড়াতে। থাকেন হোটেলে। পকেটের জোর বুঝে আরামদায়ক ঘর খোঁজেন প্রত্যেকেই। কিন্তু কোনও হোটেলের ঘরে কি দেখেছেন, দেওয়াল ঘড়ি আছে?

ভালো করে মনে করলে বুঝতে পারবেন, আপনি যে সব হোটেলে থেকেছেন, তার বেশিরভাগের দেওয়ালেই ঘড়ি থাকে না। এর পিছনে কারণটা কী?

প্রথম কারণ--- পর্যটকরা যাতে সময়ের বাঁধনে বেঁধে না থাকেন, সময় ভুলে যেন সবাই আনন্দ করতে পারেন, তার জন্য দেওয়ালে ঘড়ি রাখা হয় না। রুটিনে বাঁধা জীবনে ঘড়ি দেখলেই উদ্বেগ বাড়ে। বারবার চোখ চলে যায় সময়ের দিকে। মনে পড়ে যায় সেই অ্যালার্ম, মিটিং বা ডেডলাইনের কথা। তাই চোখের সামনে থেকে ঘড়ি সরিয়ে সময়টা আরও সুন্দর করাটা অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ--- সাধারণত পর্যটকদের হাতে থাকে ফোন, ঘড়ি। ফলে আলাদা করে দেওয়াল ঘড়ি দেখার প্রয়োজন পড়ে না। সেই হোটেল মালিকরা চান, দেওয়ালে ঘড়ি না লাগিয়ে অন্য কোনও ডেকরেটিভ আইটেম লাগাতে।

তৃতীয় কারণ— শেষের কারণটা জানলে অবাক হবেন। ঘড়ি থাকলে নানা অভিযোগ জানান পর্যটকরা। কেউ বলেন ঘড়িতে ভুল সময় দেখাচ্ছে। কেউ বলেন, ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেউ আবার বলেন, ঘড়ির শব্দে রাতে ঘুম হচ্ছে না। ঘড়ি না থাকলে, অভিযোগেরও কোনও প্রশ্ন নেই।

সাপের ভ্রূণ কেন ডান দিকেই কুন্ডলী পাকায়?

সাপের ভ্রূণ ডিমের ভেতরে কীভাবে বাড়ে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল বহু পুরনো। ডিম ফুটে বাইরে আসার অনেক আগেই শরীরটাকে জিলিপির মতো গোল করে পেঁচাতে শুরু করে সে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? এই প্যাঁচটা প্রতিবারই হয় ডান দিকে! কখনও বাঁ দিকে যায় না। যুগের পর যুগ বিজ্ঞানীদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল এই এক রহস্য, ডিমের ভেতর এমন কী আছে, যা সাপের শরীরকে শুধু ডান দিকেই ঠেলে পাঠায়?

সেই গোপন রহস্যের পর্দা ফাঁস করেছেন কানাডিয়ান মিউজিয়াম অব নেচারের বিজ্ঞানী তেতসুতো মিয়াশিতা ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেক্সান্দ্রা ওয়েবার। বিজ্ঞান পত্রিকা 'কারেন্ট বায়োলজি'-তে প্রকাশিত সেই খবর এখন সাড়াজাগানো বিষয়। গল্পের শুরু ২০২০ সালের লকডাউনে। কানাডিয়ান মিউজিয়াম অব নেচারের বিজ্ঞানী তেতসুতো মিয়াশিতা ও ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার গবেষক আলেক্সান্দ্রা ওয়েবার মিলে এক কড়া অনুসন্ধান শুরু করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৯ প্রজাতির সাপ ও পা-ছাড়া সরীসৃপের ৯০০টিরও বেশি ভ্রূণের ছবি স্ক্যান করেন তাঁরা। তাতেই চোখ ছানাবড়া গবেষকদের! দেখা গেল, সাপের শরীরে তখনও কোনও পেশি বা মাংসপেশি তৈরিই হয়নি। অথচ শরীরটা নিখুঁতভাবে ডান দিকেই ঘুরে গিয়েছে। যদি পেশিই না থাকে, তবে শরীরটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে কে? গবেষণায় কী জানা গিয়েছে? উত্তর মিলল হাই-টেক সিটি স্ক্যানে। সাপের পেটের ভেতর নয়, ভ্রূণ অবস্থায় নাড়িভুঁড়ি বা অন্ত্র থাকে শরীরের বাইরে! আর সেই অন্ত্র সোজা গিয়ে জোড়া থাকে ডিমের কুসুমের সঙ্গে। এই বিশেষ অংশকে গবেষকরা নাম দিয়েছেন 'অন্ত্রের স্তম্ভ'। মজার ব্যাপার হল, ডিমের ভেতরের কুসুমটি সবসময় থাকে ভ্রূণের বাঁ দিকে। সহজ কথায় হিসেবটা একদম পরিষ্কার। যেমন একটা লম্বা ফিতার একদিক চেপে ধরে টানলে বাকি অংশটা নিজে থেকেই মুচড়ে গোল হতে থাকে, সাপের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটে। শরীর যত বড় হতে থাকে, বাঁ দিকের কুসুমের আটকে থাকা নাড়িটা শরীরকে উল্টো দিকে অর্থাৎ ডান দিকে টান মারে। সেই টানের চোটেই কচি শরীরটা বাঁক নিয়ে ডান দিকে গোল হয়ে পেঁচিয়ে যায়।

তবে ক্লাইম্যাক্স কিন্তু এখানেই শেষ নয়! ডিমের ভেতর সময় যত গড়ায়, সাপের শরীরে পেশি গজাতে থাকে। সে তখন নিজের শরীর নিজেই নাড়াতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ডিম ফোটার ঠিক আগের মুহূর্তে প্রায় অর্ধেক সাপের ছানা আবার উল্টো দিকে মানে বাঁ দিকেও শরীর ঘুরিয়ে নেয়। তবে জীবনের প্রথম পাকটা কিন্তু সেই ডান দিকেই শুরু হয়!

বাড়িতে মাকড়সার জাল বাঁধবে না ঘরোয়া টোটকা

বাড়িতে মাকড়সা বাসা বেঁধেছে? ঘরের কোণে, রান্নাঘরে, বাথরুমে মাকড়সা জাল তৈরি করছে? কিছুতেই তাড়াতে পারছেন না? তাহলে রয়েছে সহজ কিছু টোটকা, যাতে সহজেই বাড়ি থেকে পাই-পাই করে পালাবে। বর্ষাকালে সাধারণত মাকড়সার উপদ্রব বেশি হয়। ঝুলঝাড়ু দিয়ে সাফ করেও মাকড়সা দূর হয় না। তবে অনেকেই জানেন না যে ঘরে থাকা কিছু জিনিস দিয়েই সহজে মাকড়সা তাড়ানো যায়।

মাকড়সা তাড়ানোর সবথেকে সহজ উপায় হল সাদা ভিনেগার। ভিনেগারে থাকা অ্যাসিটিক অ্যাসিড মাকড়সা দূর করে। সমান পরিমাণ জল ও সাদা ভিনেগার মিশিয়ে একটি স্প্রে তৈরি করুন। যেখানে মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে, সেখানে এটি স্প্রে করুন। মাকড়সা পুদিনার তীব্র গন্ধ একেবারেই পছন্দ করে না। একটি স্প্রে বোতলে জল নিন এবং তাতে ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা পুদিনার এসেন্সিয়াল অয়েল মেশান। এই মিশ্রণটি আপনার বাড়ির কোণায়, জানালা ও দরজার কাছে স্প্রে করুন। রসুনের তীব্র গন্ধও মাকড়সা দূরে রাখার একটি দারুণ উপায়। কয়েকটি রসুনের কোয়া থেঁতো করে জলে সেদ্ধ করুন। জলটি ঠান্ডা হয়ে গেলে একটি স্প্রে বোতলে ভরে আপনার বাড়ির কোণায় কোণায় স্প্রে করুন। দারুচিনির তীব্র গন্ধও মাকড়সা দূরে রাখতে সাহায্য করতে পারে। বাড়ির যেসব জায়গায় মাকড়সার আনাগোনা বেশি, সেখানে দারুচিনির গুঁড়ো ছিটিয়ে দিন। এছাড়া দারুচিনির তেলের সঙ্গে জল মিশিয়ে নিয়মিত স্প্রে তৈরি করে দিলেও, বাড়ি থেকে মাকড়সা দূর হয়। লেবুজাতীয় ফলের গন্ধে মাকড়সা দূরে থাকে। বাড়ির কোণায় এবং জানালার কাছে লেবু বা কমলার খোসা ঘষে দিলে মাকড়সা আসে না। এছাড়া জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে স্প্রে করলে, মাকড়শা দূর হয়।

কোন মশা শরীরে বসে রক্ত চোষে?

মশা ঘরে ঢুকলেই আমরা আতঙ্কে হাত-পা ছুড়তে শুরু করি। রাতে কানের কাছে এসে একটা মশা গান গাইলে ঘুমের বারোটা বেজে যায়। তার ওপর আবার ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের ভয় তো রয়েইছে। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার ঘরের বা বাগানের সব মশা আপনাকে কামড়ায় না? শুনতে অবাক লাগলেও বিজ্ঞান বলছে, মশার দুনিয়ায় সবার রক্তের লোভ নেই। এক বিশেষ দলই কেবল মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নেয়।

কী বলছে গবেষণা? বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী, পুরুষ মশা কিন্তু কখনওই মানুষকে কামড়ায় না। তারা একেবারেই শান্ত স্বভাবের। এদের মূল খাবার হল গাছের রস আর ফুলের মধু। তাহলে কামড়ায় কে? রক্ত চোষার এই পুরো কাজটাই করে স্ত্রী মশা। কিন্তু কেন তারা এমন করে? মানুষের রক্তের প্রতি তাদের কি খুব লোভ? আসল কারণটা একেবারেই আলাদা। স্ত্রী মশাদের ডিম পাড়তে হয়। আর সেই ডিম ঠিকঠাক বড় করার জন্য প্রচুর প্রোটিন এবং আয়রনের দরকার পড়ে। প্রকৃতিগতভাবে এই পুষ্টি তারা ফুলের রসে পায় না। একমাত্র মানুষ বা অন্যান্য পশুর রক্তেই এই প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে। তাই বলা যায়, পেট ভরানোর জন্য নয়, বরং নিজের বংশ বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েই স্ত্রী মশা আমাদের রক্ত খায়। তবে সব প্রজাতির স্ত্রী মশাও যে শুধু মানুষের পেছনে ছোটে, তা নয়। যেমন— কিউলেক্স মশা সাধারণত রাতে উড়ে এসে কামড়ায় এবং এরা পাখি বা অন্য প্রাণীর রক্ত বেশি পছন্দ করে। এডিস মশা দিনের আলোয় বেশি সক্রিয় থাকে এবং ডেঙ্গির জীবাণু ছড়ায়। এরা মানুষের রক্ত বেশি টানে। অ্যানোফিলিস মশা ছড়ায় ম্যালেরিয়া, এরাও মূলত রাতে শিকার খোঁজে। আমাদের শরীরের গন্ধ, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড আর শরীরের তাপ মেপে মশা বুঝতে পারে ধারেকাছে মানুষ আছে কি না। তারপর সুযোগ বুঝে চামড়ায় হুল ফুটিয়ে দেয়। তাই পরের বার মশা মারার আগে মাথায় রাখবেন, আপনার গায়ে যে হুল ফুটিয়েছে, সে নিশ্চিতভাবেই একটি স্ত্রী মশা। পুরুষ মশা কিন্তু দিব্যি গাছের ফুলে মুখ গুঁজে মিষ্টি রস খেয়ে দিন কাটাচ্ছে!

ঘরে পারফেক্ট টক দই পেতে কী কী করবেন

টক দই পাততে গিয়ে অনেকেই মুশকিলে পড়েন, হয় জল কেটে যায়, নয়তো ঠিকমতো জমতেই চায় না। অথচ বাটি পুরো উপুড় করে দিলেও দইয়ের এক ফোঁটাও নিচে পড়বে না, এমন জমাট দই পাতার কায়দা কিন্তু বহু বছর ধরে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা জানতেন। দোকানের কেনা প্যাকেটজাত দইয়ের চেয়েও অনেক বেশি ঘন, মাখনের মতো মসৃণ এবং স্বাস্থ্যকর চাপ দই খুব সহজেই ঘরে বানিয়ে ফেলা সম্ভব। তার জন্য কোনও রাসায়নিক দরকার নেই, শুধু মানতে হবে সাবেক হেঁশেলের কয়েকটি জরুরি নিয়ম।

ঘরে পারফেক্ট চাপ দই পেতে কী কী করবেন?

দুধ বাছাই: দই কতটা ঘন হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে দুধের ওপর। পাতলা বা জল মেশানো দুধে দই কখনওই চাপ বাঁধবে না, জল কাটবেই। তাই সব সময় ফুল ফ্যাট বা ফুল ক্রিম দুধ ব্যবহার করা দরকার। মোষের খাঁটি দুধ পেলে সবচেয়ে ভালো, না হলে ভালো মানের প্যাকেটজাত ফুল ক্রিম দুধ দিয়েই কাজ হবে। মাটির হাঁড়ি: কাচ বা স্টিলের বাটির চেয়ে মাটির হাঁড়িতে দই সবচেয়ে ভালো জমে, কারণ মাটি বাড়তি জল শুষে নেয়। তবে নতুন হাঁড়ি এনেই দুধ ঢাললে চলবে না। ব্যবহারের আগে হাঁড়িটিকে পুরো ২৪ ঘণ্টা পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। হাঁড়িতে ভুলেও সাবান বা ডিটারজেন্ট ছোঁয়ানো যাবে না। লবণ আর নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ভালো করে ঘষে ধুয়ে এক-দু'ঘণ্টা কড়া রোদে শুকিয়ে নিলেই পাত্র তৈরি।

হাতা দিয়ে দুধ ফেটানো: দুধ জ্বাল দেওয়ার মধ্যেই আসল ম্যাজিক লুকিয়ে থাকে। কড়াইতে দুধ ফুটতে শুরু করলে হাতা দিয়ে ওপর থেকে বারবার নিচে ঢালতে হবে। অন্তত ১০ থেকে ১২ বার এই কায়দায় ওপর থেকে দুধ ফেললে প্রচুর ফেনা তৈরি হয়, যা পরে দইয়ের ওপর একখানা ভারী ও লোভনীয় সর তৈরি করতে সাহায্য করে। আঙুল ডুবিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা: ফুটন্ত দুধে সাজা দিলে দুধ কেটে যাবে, আবার দুধ ঠান্ডা হলেও দই জমবে না। তাই দুধ নামিয়ে কুসুম গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আঙুল ডুবিয়ে যদি দেখেন গরমটা বেশ আরামদায়ক লাগছে (প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি), তবেই বুঝবেন দুধ প্রস্তুত। সাজা মেশানোর কায়দা: তাজা টক দই বা সাজা ব্যবহার করা জরুরি। পুরনো বা বেশি টক সাজা দিলে ফল ভালো হবে না। প্রথমে হাঁড়ির ভেতরের গায়ে অল্প সাজা আঙুল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর বাকি সাজাটা দুধে দিয়ে দুটো পাত্রের মধ্যে কয়েকবার ওপর-নিচ করে ঢেলে ভালো করে ফেটিয়ে হাঁড়িতে ঢালতে হবে।

জমাট বাঁধার সঠিক সময়: গরমকালে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা আর শীতের দিনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা একটা গরম জায়গায় হাঁড়িটি একদম না নাড়িয়ে ঢেকে রেখে দিতে হবে। দই জমে যাওয়ার পর হাঁড়িটি সোজা ফ্রিজে ঢুকিয়ে এক থেকে দু'ঘণ্টা রেখে দিন। ঠান্ডা হলেই দই পুরো কেকের মতো শক্ত হয়ে বসে যাবে।

কবির জন্মশতবর্ষে লীলা মজুমদারের "এই যা দেখা"

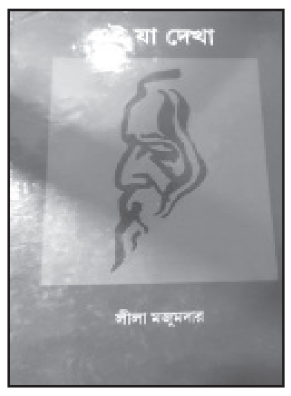

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের চোখেও যেমন স্বয়ংসম্পন্ন ঠিক তেমনি বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের চোখেও তিনি অনন্য স্বরূপ। সাহিত্যিক তার "এই যা দেখা" গ্রন্থে পুরনো কলকাতার নানান গল্প তুলে ধরেছেন। সে সময় গ্যাস বাতি না থাকলেও কেরোসিনের বাতি সকলের মন জয় করে নিয়েছে। তখনকার দিনে জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে গৃহ কর্মীদের কড়া শাসন ছিল। পরবর্তীতে শিলাইদহ পাতিসরে কবি জমিদারি কাজের দায়িত্ব পান এবং নিপুন হাতে তা সম্পন্ন করেন। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা সবই নিপুণ হাতে সামলে গিয়েছেন কবি।

লেখিকা তাঁর বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দেখিয়েছেন, 'কবির প্রধান চিন্তা ছিল ছোটদের জন্য। স্কুলে পড়তে গিয়ে নিজে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন, তাই মনের পেছনে সর্বদাই ভাবনা থাকতো আনন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির বুকের মাঝখানে কেমন করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায়। দিনে দিনে শহরে বাস করা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। জমিদারের কাজে তাঁকে প্রায় গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে হয় কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েরা তো থাকে সেই কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে, তাই বড় ভাবনা'। বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় লেখক দেখিয়েছেন, 'যাদের প্রতিভা থাকে তাদের চরিত্রের মধ্যে সাধারণত দুটি দিক দেখা যায়। যেন দুটো মানুষ তাদের মনে বাস করছে। একটা মানুষ বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈচৈ করে বেড়ায়, পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অন্য মানুষ নিজের বুকের মধ্যে একলা বাস করে। জন্মেছে সে একা, মরবে সে একা, বেঁচে থাকার কালেও তাঁর মনের সুগভীর নৈঃসঙ্গ কেউ ঘোচাতে পারে না। শিল্পীরা কবিরা গাইয়েরা অনেক সময় এইরকম হয়'। ১৬টি অধ্যায়ে বিভাজিত শৈশব থেকে বার্ধক্যের জীবনশৈলী, যেমন পারিবারিক শিক্ষা থেকে রোমাঞ্চকর বহিপ্রকৃতির সঙ্গে যে ঐকান্তিক মিলন, তা জানতে "এই যা দেখা" গ্রন্থটি আট থেকে আশি সকল পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে। **লালমাটি প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ২০০।**

পোড়া খাবার খেলে কী ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে?

পোড়া খাবার অনেকেরই খুব প্রিয় হলেও অতিরিক্ত পোড়া খাবার নিয়মিত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই ভালো নয়। মা-ঠাকুমারা আগে বলতেন পোড়া খাবার খেলে শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে, যা অনেকেই এতদিন কুসংস্কার ভাবতেন। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে বড়দের সেই বারণের

পেছনে রয়েছে বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্য। ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির তথ্য অনুসারে, খাবারে থাকা এই অ্যাক্রিলামাইড মানুষের শরীরে ক্যানসারের ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাগারে প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এই উপাদানটি শরীরে ঢুকলে তা সরাসরি কোষের ক্ষতি করে টিউমার তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে ছোট শিশুদের শরীরের ওজন কম হওয়ায় এই রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব তাদের ওপর তুলনামূলক বেশি পড়ে। ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটির তথ্য অনুসারে, খাবারে থাকা এই অ্যাক্রিলামাইড মানুষের শরীরে ক্যানসারের ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাগারে প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এই উপাদানটি শরীরে ঢুকলে তা সরাসরি কোষের ক্ষতি করে টিউমার তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে ছোট শিশুদের শরীরের ওজন কম হওয়ায় এই রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব তাদের ওপর তুলনামূলক বেশি পড়ে।

নেদারল্যান্ডসের মাস্ট্রিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন যে নিয়মিত অতিরিক্ত পোড়া খাবার খেলে নারীদের ক্ষেত্রে ওভারিয়ান ও এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসারের আশঙ্কা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে এই রাসায়নিক উপাদানটি মানবদেহের নানা হরমোনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে। এর পাশাপাশি গবেষণায় অতিরিক্ত অ্যাক্রিলামাইডের সাথে কিডনি ক্যানসারের সরাসরি যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া গেছে। ক্যানসারের আশঙ্কার বাইরেও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে এই রাসায়নিক উপাদানটি মানুষের স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি রক্তে মিশে দীর্ঘমেয়াদে নার্ভ কোষের প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন নষ্ট করে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। প্রতিদিন অল্প অল্প করে এই বিষাক্ত উপাদান শরীরে প্রবেশ করলে বয়সকালে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রমের মতো জটিল স্নায়ুরোগ দেখা দিতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে গর্ভবতী নারী ও গর্ভস্থ সন্তানের জন্য এই ধরনের পোড়া খাবার খাওয়া মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। পানির সাথে সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতার কারণে অ্যাক্রিলামাইড মায়ের শরীর থেকে সরাসরি গর্ভের শিশুর রক্তে পৌঁছে যেতে পারে। এর ফলে গর্ভস্থ শিশুর সঠিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং জন্মের সময় শিশুর ওজন ও মাথার আকার স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে প্রিয় খাবার খাওয়া একদম বন্ধ না করে রান্নার পদ্ধতিতে কিছুটা সচেতন পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আলু ভাজার আগে বা চিপস তৈরির আগে খোসা ছাড়ানো কাঁচা আলুর টুকরো অন্তত ১০ মিনিট হালকা গরম জলে ভিজিয়ে রাখা প্রয়োজন। এই সাধারণ অভ্যাসের ফলে রান্নার সময় ক্ষতিকর অ্যাক্রিলামাইড তৈরি হওয়ার পরিমাণ প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। যেকোনও খাবার রান্না বা সেঁকার সময় অতিরিক্ত কড়া আঁচে না পুড়িয়ে হালকা আঁচে হালকা বাদামি করে ভেজে নেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। ব্রেকফাস্টে পাউরুটি বা টোস্ট অসাবধানতায় বেশি পুড়ে গেলে খাওয়ার আগে অবশ্যই চামচ বা ছুরি দিয়ে পোড়া কালো অংশটি ছেঁচে ফেলে দেওয়া উচিত। রান্নায় সামান্য সচেতনতা ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস আপনার পুরো পরিবারকে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে সহজে দূরে রাখবে। তথ্যসূত্র - বিবিসি

ইচ্ছে করে

রতন দাস

মাঝে মাঝে তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে,
মাঝে মাঝে তোমায় পেতে ইচ্ছে করে দুবাহু ডোরে
বেড়োতে ইচ্ছে করে ঐ পথের ধারে
তোমার সুকোমল হাত ধরে,
বেড়োতে ইচ্ছে করে রেল লাইনের গলিতে,
আর ইচ্ছে করে,
ছুটে যাই খুব সকাল সকাল
কুয়াশার চাদর জড়ানো সেই ঠিকানায়
যে পথে তোমার আশা যাওয়া, তোমার সেই পল্লীতে।

আর,ইচ্ছে করে ঐ পুরানো অতীতের ন্যায়
হারিয়ে যেতে সারা দিনে,
তুমি আমি আর আমাদের ঠিকানা
ঐ পরিতেক্ত রেললাইনটাকে সঙ্গে নিয়ে,
যখন সূর্য্য অস্তের বেলা, পাখিরা গাইবে গান
বাতাসে মিশবে কুয়াশার ভালোবাসা,
আকাশে ছড়াবে নানা রঙের গোধূলি
তুমি আমি আর ঐ ভেজা পাত দুটির প্রেম
পৌঁছে যাবে বহুদুর, এগিয়ে একটু একটু এগিয়ে।

ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : পিএম শ্রী সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৫ তম শিক্ষক দিবসের আবেগঘন মুহূর্ত

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: আজ ভিন্ন আঙ্গিকে ৬৫ তম শিক্ষক দিবস পালন করেন পিএম শ্রী সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষার্থী- অভিভাবকবৃন্দ। উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব শ্রী জয়দীপ ভট্টাচার্য্য মহোদয় ও অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্রাশ ব্যান্ডের বাজিয়ে অতিথিদের রিসিপশন করে মঞ্চে আসনে বসান। মঞ্চে অতিথিদের চন্দন চর্চিত ও রাখি দিয়ে সাথে পুষ্প বর্ষিত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, অফিসকর্মী, আয়া ও ভোজন মাতাদেরও চন্দন ফোঁটা ও রাখী দিয়ে এবং পুষ্প বর্ষিত করে আসন গ্রহণ করান। অতিথি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সকলেই ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। একে একে অতিথিরা বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বিদ্যালয়ের প্রি প্রাইমারি শিক্ষার্থীরা ৪ ঠা সেপ্টেম্বরের জন্মাষ্টমীর আবেগে রাধাকৃষ্ণের একটি ভক্তিমূলক নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে। প্রধান শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ কে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তিনি নিজের শিক্ষা গুরুদের প্রণতি জানান তৎসহ সকল শিক্ষক- শিক্ষিকাদের প্রাণভরে সম্মান প্রদর্শন করেন। স্বাগত ভাষণে প্রধান শিক্ষক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থী যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভালোবাসার মধুর সম্পর্ক আলোকপাতে আবেগীয় হয়ে অশ্রুসজল হয়ে পড়েন।প্রধান অতিথি বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি সম্মান জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী মহোদয় এর বিদ্যালয় পরিচালন নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব শ্রী জয়দীপ ভট্টাচার্য্য রাধাকৃষ্ণনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নীট পেপার লিক পর দেশের সরকার নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন তা একটি নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস মহোদয় ধন্যবাদ সূচক আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রয়াত অনিল সরকারের ৮৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে সোনামুড়ায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কাঠালিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা তফশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সভাপতি, দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, কবি, কথাসাহিত্যিক এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত অনিল সরকারের ৮৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে সোনামুড়ায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকেলে কর্মসূচির প্রথম পর্বে সোনামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র চৌমুহনীতে প্রয়াত অনিল সরকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থকসহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক নিত্যানন্দ বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস এবং ত্রিপুরা তফশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিত্যানন্দ দাশ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে প্রয়াত অনিল সরকারের দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের স্বার্থে তাঁর ভূমিকা, রাজনীতিতে তাঁর অবদান এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারে তাঁর উদ্যোগের কথা স্মরণ করেন তাঁরা।

বক্তারা বলেন, ছাত্রজীবন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনিল সরকার সমাজ ও মানুষের স্বার্থে নিবিড়ভাবে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর কর্মময় জীবন আগামী প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এদিনের কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রয়াত অনিল সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি আলোচনায় বক্তাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন। আলোচনা সভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ হয়।

উদয়পুরে ৬৫তম জাতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন, সম্মানিত ৮২ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও মহান শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ১৩৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হল ৬৫তম জাতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন ও শিক্ষক সম্মাননা-২০২৬ অনুষ্ঠান।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীন শিক্ষক দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সূচনা করেন ত্রিপুরা সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. জয়ন্তী মাহাতো।

অনুষ্ঠানে উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ৮২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজল কান্তি পালকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, মানবসম্পদই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সেই সম্পদ গড়ে তোলার প্রধান কারিগর হলেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের অবদান ছাড়া একটি উন্নত ও শক্তিশালী সমাজ এবং দেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় ৬৫তম জাতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন ও শিক্ষক সম্মাননা-২০২৬ কর্মসূচি।

খাড়্গের সফরের পর 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান: উত্তরাখণ্ডে তদন্তের জন্য জিরো এফআইআর পাঠাবে কর্নাটক পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের উত্তরাখণ্ড সফরের পর একটি জনসাধারণের মাঠে 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠান করার অভিযোগে বিজেপির উত্তরাখণ্ড সভাপতি মহেন্দ্র ভাট এবং দলের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে দায়ের হওয়া জিরো এফআইআর উত্তরাখণ্ড পুলিশের কাছে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে কর্নাটক পুলিশ।

বেঙ্গালুরুর বিধান সৌধ থানায় আদিবাসী কংগ্রেসের তফসিলি উপজাতি দফতরের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান টি আর রামাপ্পার অভিযোগের ভিত্তিতে এই জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ৮ আগস্ট নৈনিতাল জেলার রামলীলা ময়দানে খাড়্গে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর সেখানে 'শুদ্ধিকরণ' বা 'শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান' করা হয়।

অভিযোগকারীর দাবি, খাড়্গের উপস্থিতির পর ওই স্থান 'অপবিত্র' হয়ে গিয়েছেএমন জাতপাতভিত্তিক ধারণা থেকেই এই অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা খাড়্গে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঘটনাটি জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বার্তা বহন করে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

মহেন্দ্র ভাট এবং বিজেপির অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানের পক্ষে সওয়াল ও সমর্থন করার অভিযোগও আনা হয়েছে। রামাপ্পার দাবি, এই ধরনের বক্তব্য জাতিভিত্তিক বৈষম্যমূলক কাজকে প্রকাশ্যে সমর্থন করার পাশাপাশি তাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার সমান।

৩১ আগস্ট জমা দেওয়া লিখিত অভিযোগের বিষয়ে আইনি মতামত নেওয়ার পর কর্নাটক পুলিশ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করে। এতে ১৯৫৫ সালের নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি উত্তরাখণ্ডে ঘটায় এফআইআরটি শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট উত্তরাখণ্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এরপর সেখানকার পুলিশই অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করবে।

জিরো এফআইআরের ক্ষেত্রে কোনও থানায় অভিযোগ দায়ের কতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রের বাধ্যবাধকতা থাকে না। এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার পর তা সংশ্লিষ্ট অপরাধের এলাকার অধিক্ষেত্রাধীন থানায় তদন্তের জন্য স্থানান্তর করা হয়।

এই ঘটনার একদিন আগে খাড়্গে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জেপি নাড্ডাকে চিঠি লিখে হালদওয়ানিতে কথিত 'শুদ্ধিকরণ' অনুষ্ঠানের ঘটনায় এফআইআর না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। খাড়্গে উল্লেখ করেছিলেন, ঘটনার পর ২৪ দিন পেরিয়ে গেলেও এফআইআর হয়নি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে নাড্ডার আশ্বাসের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। কর্নাটক পুলিশের জিরো এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ায় এবার উত্তরাখণ্ড কর্তৃপক্ষ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করার সুযোগ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৩ বছর পর ফের এসআরসিসি-তে মোদি, যুবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগে বাড়ছে গুরুত্ব

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রায় ১৩ বছর পর শনিবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান শ্রী রাম কলেজ অফ কমার্সে (এসআরসিসি) ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কলেজের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি পড়ুয়া ও আমন্ত্রিতদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন তিনি। ২০১৩ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন শেষবার এসআরসিসি-তে গিয়েছিলেন মোদি। তার এক বছর পর, ২০১৪ সালে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। এবার কলেজ প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর প্রত্যাবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৩ সালের সেই সফরে দিল্লিতে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদি। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোনও বিষয়কে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি সেদিন বক্তব্য রেখেছিলেন। নিজের বক্তব্য বোঝাতে এক গ্লাস জলের উদাহরণ দিয়েছিলেন মোদি। তিনি বলেছিলেন, আশাবাদী ব্যক্তি গ্লাসকে অর্ধেক ভর্তি এবং হতাশাবাদী ব্যক্তি অর্ধেক খালি হিসেবে দেখেন। কিন্তু তিনি বিষয়টিকে তৃতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেনগ্লাসটি অর্ধেক জলে এবং অর্ধেক বাতাসে পূর্ণ। প্রায় ১৩ বছর পর তাঁর এসআরসিসি-তে ফেরার ঘটনা এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন রাজনৈতিক দলগুলি তরুণ ভোটার তথা জেন জেড-এর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের পরিবর্তিত আগ্রহ, প্রত্যাশা ও যোগাযোগের ধরন অনুযায়ী রাজনৈতিক বার্তা ও প্রচার কৌশলেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী এসআরসিসি-এর শতবর্ষের যাত্রা এবং শিক্ষা ও সমাজে প্রতিষ্ঠানটির অবদান নিয়েও বক্তব্য রাখবেন।দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এসআরসিসি ভারতের অন্যতম শীর্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং ম্যানেজমেন্ট শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে। ১৯২৬ সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী স্যার শ্রী রাম এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। গত এক শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠানটি বহু প্রজন্মের শিক্ষার্থী, গবেষক, পেশাদার, প্রশাসক, উদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক এবং দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব তৈরিতে অবদান রেখেছে।

নেপালে ভয়াবহ বন্যা: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৪৪, নিখোঁজ ৪,৮৮৬

কাঠমান্ডু, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নেপালে গত সপ্তাহের ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৪৪ হয়েছে। ভোতে কোশি নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া মৃতদেহ বিভিন্ন জেলা থেকে উদ্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নেপাল পুলিশের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ভোতে কোশি নদী থেকে মোট ১,৩৪৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ৪,৮৮৬ জনের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নিখোঁজদের মধ্যে ৬০৬ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন। ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী উপত্যকা জুড়ে ভয়াবহ বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকায় জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

নিখোঁজদের একটি বড় অংশ ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী করিডরের ১১টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দলগুলি সুড়ঙ্গগুলিতে তল্লাশি চালাচ্ছে। শুক্রবার রাসুয়া জেলার ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আপার ত্রিশূলী-৩এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি সুড়ঙ্গ থেকে দু'জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

নেপাল সরকার জানিয়েছে, এখনও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ শনাক্তকরণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও চলছে। নিরাপত্তা বাহিনী বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান আরও তীব্র করেছে। এখনও পর্যন্ত ৮,৯৬২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১,৫৫২ জন বিদেশি নাগরিক।

উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলির পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের কাজও চলছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১,২৬০ জন মৃতের নমুনা এবং তাঁদের ১,০১২ জন আত্মীয়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে সংগৃহীত ডিএনএ নমুনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,২৭২।

বন্যা মোকাবিলায় নেপাল পুলিশ ৭,৯১২ জন সদস্যকে উদ্ধার, তল্লাশি ও ত্রাণকাজে মোতায়েন করেছে। দুর্যোগে পুলিশের ৬৫ জন সদস্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ২৫ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী অববাহিকায় ভয়াবহ বন্যায় সড়ক, সেতু, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন পরিকাঠামো এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণপর্ব শেষ হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির পুনর্গঠন ও পরিকাঠামো পুনরুদ্ধারে নেপাল আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছে।

অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব: ভারতের বিরুদ্ধে 'গোপন ও অস্বীকারযোগ্য' সন্ত্রাস কৌশলে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কৌশলে ফের বড়সড় পরিবর্তন আনছে পাকিস্তান। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর সরাসরি পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বা হ্যান্ডলারদের সঙ্গে হামলার যোগসূত্র যাতে সহজে প্রতিষ্ঠা করা না যায়, সেদিকেই এখন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ইসলামাবাদ বলে দাবি করেছেন ভারতীয় নিরাপত্তা আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর ইসলামাবাদের আবপারা-তে ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই-এর সদর দফতরে গঠিত 'কাশ্মীর স্টাডি গ্রুপ'-এর সুপারিশের ভিত্তিতে পাকিস্তান তার সন্ত্রাসবাদী কৌশলে একাধিক পরিবর্তন এনেছে। গত বছরের মে মাসে পাহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে শুরু হওয়া 'অপারেশন সিঁদুর' পাকিস্তানকে তার সন্ত্রাসবাদী নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

এক আধিকারিকের মতে, আগে ইসলামাবাদ, করাচি বা রাওয়ালপিন্ডি থেকে সন্ত্রাসবাদী হ্যান্ডলাররা সরাসরি নির্দেশ দিতেন। এখন সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। অভিযোগ, আইএসআই আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে হ্যান্ডলারদের কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে।

ভারতের তরুণদের আর সরাসরি পাকিস্তান থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে না বলেও দাবি করা হয়েছে। সূত্রের মতে, বিদেশে বসে থাকা হ্যান্ডলাররা বিষে করে সিরিয়া ও ইরাক থেকে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। ফলে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে থাকা নির্দেশের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে ভবিষ্যতে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলাকে শুধুমাত্র সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদী হামলা হিসেবে দেখা হবে না। এমন হামলাকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এক গোয়েন্দা ব্যুরোর আধিকারিকের দাবি, পাকিস্তান আর একটি অপারেশন সিঁদুরের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইবে না। তাঁর কথায়, ওই অভিযান পাকিস্তানের পরমাণু শক্তির হুমকির সীমাবদ্ধতা যেমন প্রকাশ্যে এনেছিল, তেমনই দেশটির নিরাপত্তা কাঠামোকে বিব্রত করার পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির পরিকাঠামোকেও বড় ধাক্কা দিয়েছিল। ধ্বংস হয়ে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো পুনর্গঠনে পাকিস্তানকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ বা হিজবুল মুজাহিদিনের মতো সংগঠনের পরিচিত সন্ত্রাসবাদী 'ম্যানুয়াল' ব্যবহার না করার কৌশলের কথা উঠে এসেছে। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাছে এই সংগঠনগুলির কার্যপদ্ধতি পরিচিত হওয়ায় সেগুলি ব্যবহার করলে পাকিস্তানের দিকে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। এর পরিবর্তে বিদেশে থাকা হ্যান্ডলাররা ইসলামিক স্টেট বা আল-কায়েদার উপকরণ ব্যবহার করছে বলে ভারতীয় আধিকারিকদের দাবি। তাঁদের বক্তব্য, এই সংগঠনগুলির সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ থাকলেও এগুলিকে সরাসরি পাকিস্তানি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।

ভারতে 'লোন উলফ' বা একক হামলাকারীর মাধ্যমে হামলা চালানোর দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। নিরাপত্তা আধিকারিকদের মতে, এ ধরনের হামলা সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী মডিউলের তুলনায় কম অর্থ, পরিকল্পনা ও জনবল দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব। অনলাইনে উগ্রপন্থী মতাদর্শে প্রভাবিত ব্যক্তিরা অনেক সময় কোনও সুসংগঠিত সন্ত্রাসবাদী কাঠামোর অংশ না হয়েই নিজেরাই হামলা চালাতে পারে।

এই ধরনের হামলার ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের কাছে হামলার নেপথ্যে থাকা নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানও দায় অস্বীকার করার সুযোগ পায় বলে দাবি করেছেন আধিকারিকরা।সূত্রের দাবি, বিদেশে থাকা হ্যান্ডলাররা সমাজমাধ্যমে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুদের প্রোফাইল খুঁজে বের করে। এরপর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, নিয়োগ, উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করা এবং হামলার পরিকল্পনার দিকে এগোনো হয়।

ভারতীয় আধিকারিকদের মতে, পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ভারতের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হলেও এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নিজেদের যোগসূত্রের প্রমাণ আড়াল করা। ভারতের পরিবর্তিত সন্ত্রাসবিরোধী নীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষ করে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স-এর চাপও পাকিস্তানের কৌশল পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষিঋণ মকুব নিয়ে কর্নাটক বিজেপির নিশানায় শিবকুমার, কেন্দ্রকে দায় ঠেলার অভিযোগ

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কৃষকদের ঋণ মকুবের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা আর অশোক। কৃষকদের ঋণ মকুবের জন্য রাজ্য সরকারকেই উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টে অশোক প্রশ্ন তোলেন, কৃষকরা ঋণ মকুবের দাবি জানালে কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে দায় এড়ানোর কী ধরনের শাসনব্যবস্থা এটি? তাঁর দাবি, এর আগে কর্নাটক-সহ বিভিন্ন রাজ্যের সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের ঋণ মকুব করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। অথচ এখন দায়িত্ব এড়াতে কেন্দ্রের দিকে তাকানো 'লজ্জাজনক'।

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়েও শিবকুমার সরকারের সমালোচনা করেন অশোক। তিনি প্রশ্ন তোলেন, প্রতিশ্রুত ১.৫০ লক্ষ কোটি টাকার 'কৃষি সর্বোদয় নিধি' এবং ৫,০০০ কোটি টাকার স্থায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ তহবিলের কী হল।

এছাড়াও ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত কৃষিঋণ দেওয়ার কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। অশোকের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে কৃষকদের একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কোষাগার খালি করে এখন কেন্দ্রের কাছে দায়িত্ব পালনের দাবি জানানো হচ্ছে।

বিজেপি নেতা রাজ্য সরকারকে প্রথমে নিজেদের উদ্যোগে কৃষিঋণ মকুব ঘোষণা এবং কংগ্রেসের ইস্তেহারে প্রতিশ্রুত ৫,০০০ কোটি টাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তহবিল থেকে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানান। এরপরই কেন্দ্রের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর বিষয়ে কথা বলা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের খরায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির আকাশপথে পরিদর্শন নিয়েও কটাক্ষ করেন অশোক। তাঁর প্রশ্ন, হেলিকপ্টারে বসে কৃষকদের দুর্দশা কীভাবে বোঝা সম্ভব? বন্যার সময় আকাশপথে সমীক্ষা যুক্তিযুক্ত হলেও শুকিয়ে ফেটে যাওয়া জমি দেখতে আকাশপথে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। অশোকের অভিযোগ, শিবকুমার কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে চাইছেন না, কারণ মাঠে গেলে সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে। তাঁর দাবি, বল্লারি, বিজয়নগর এবং বাগলকোটের কৃষকদের এখন প্রচারের ছবি নয়, অবিলম্বে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন।

হেলিকপ্টার ভাড়া ও জ্বালানির পেছনে খরচ হওয়া অর্থও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে ত্রাণ হিসেবে দেওয়া যেত বলে মন্তব্য করেন অশোক। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি কৃষকদের জমিতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করার আহ্বান জানান।

রেল-সড়ক-বিমান পরিষেবা ব্যাহত, ৭২ ঘণ্টার অবরোধের তীব্র নিন্দা কংগ্রেসের

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় ৭২ ঘণ্টার সড়ক ও রেল অবরোধকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার এক প্রেস বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, গত সাড়ে আট বছরে রাজ্যের 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকার আইনের শাসন, প্রশাসনিক নিয়ম মেনে চলা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারি অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, সরকারের অগ্রাধিকারে রয়েছে কাগুজে সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞাপনী প্রচার ও আত্মপ্রচার। এর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা ধরে রাখার নানা কৌশল নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়।

প্রেস বিবৃতিতে থানায় বসে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন কেজি সোনা লুটের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেস প্রশ্ন তোলে, আদালতের হস্তক্ষেপের পরেই কেন ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে এক ব্যক্তির গণপিটুনিতে মৃত্যুর অভিযোগের পরও কোনও অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ার ঘটনা নিয়েও রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়।সম্প্রতি তথাকথিত আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন উগ্রপন্থীদের একটি অংশের ডাকা ৭২ ঘণ্টার অবরোধ নিয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য, চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে বারবার রাস্তা অবরোধ করে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেওয়া নতুন ঘটনা নয়। দলটির প্রশ্ন, যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্মতি রয়েছে, সেটি আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্যকর করা হচ্ছে না কেন?

কংগ্রেসের অভিযোগ, অবরোধের জেরে রেল ও সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি বিমান পরিষেবাতেও যাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন। জরুরি চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজেও বিঘ্ন ঘটেছে। একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করে প্রবীর চক্রবর্তী জানান, এক মহিলা যাত্রীর বাবা বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে দেখতে এবং চিকিৎসায় সহায়তা করতে ওই মহিলার বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অবরোধের কারণে তিনি নির্ধারিত দিনে সেখানে পৌঁছাতে পারেননি বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে রাজ্যের বিশেষ করে এডিসি এলাকার আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা হতে পারে। এমনকি অবরোধের পিছনে রাজ্যে জাতিগত সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টির কোনও চক্রান্ত রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে।মণিপুরের দীর্ঘস্থায়ী হিংসা এবং সম্প্রতি মেঘালয়ের শিলংয়ে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনাগুলির উল্লেখ করে কংগ্রেস দাবি করে, এই ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকারের আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।

প্রদেশ কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, সাম্প্রতিক সময়ে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে পরিচিত এই ব্যক্তিরা আসলে কারা এবং তাঁদের সংখ্যা কত? রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে কী কী মামলা ছিল, সেই তথ্যও প্রকাশ্যে আনার দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, টিএনভি, এটিটিএফ এবং এনএলএফটি-র বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্য আত্মসমর্পণের পর রাজ্যে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৮ সালের পরও কিছু উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণের পর ত্রিপুরাকে 'উগ্রপন্থীমুক্ত রাজ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে কংগ্রেস।

পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহার আমলে পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির আত্মসমর্পণ এবং তাঁদের জন্য বড় আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের অভিযোগ, আত্মসমর্পণকারীরা অল্প কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলির বিস্তারিত তথ্যও স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্পষ্ট করতে পারেনি।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ঘোষণার পরও স্কুলের পরীক্ষাসূচি পরিবর্তন না করায় শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের দাবি, নির্বাচনের আগে, ভোটের দিন এবং গণনার দিনেও নির্ধারিত পরীক্ষার সূচি রয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার পাঁচ দিন পার হয়ে গেলেও শিক্ষা দপ্তর এখনও পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

একে সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবহেলার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সমালোচনা করে। শেষে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের যে অংশ এখনও সংবিধান ও রাজ্যবাসীর প্রতি দায়বদ্ধ, তাদের অবিলম্বে শান্তিপূর্ণভাবে সড়ক ও রেল অবরোধ মুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্যও প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্পুইজলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ৬৫তম শিক্ষক দিবস উদযাপন

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: সারা দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলা মহকুমাতেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শনিবার উদযাপিত হলো ৬৫তম শিক্ষক দিবস। এ উপলক্ষে জম্পুইজলার বখোরাই কমিউনিটি হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের আইএস অশোক দেববর্মা, এসডিএম অমিতাভ চাকমা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধরমচরণ জামাতিয়া সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে জম্পুইজলা মহকুমার প্রায় ২৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত মোট ১৫ জন শিক্ষককে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁদের দীর্ঘদিনের অবদান এবং সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষকদের সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান কারিগর হিসেবে উল্লেখ করেন। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তাঁদের দায়িত্ব ও অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়। একইসঙ্গে শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বক্তারা।

খোয়াইয়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা

● **আটের পাতার পর** তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তিনটি গাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় খোয়াই দমকল দপ্তর ও খোয়াই থানায়। পরে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় অনেক সময় যানবাহন বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। দুর্ঘটনা এড়াতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি খোয়াই পুলিশ ও ট্রাফিক ইউনিটের পক্ষ থেকে এলাকায় বিশেষ নজরদারি বাড়ানোরও দাবি উঠেছে।

বিলোনিয়ায় ৬৫তম জাতীয়

● **আটের পাতার পর** ব্যবস্থা সচল রাখছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নেশার কুফল ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। একজন শিক্ষক জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম বাহক বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা।

আলোচনা পর্বের পর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অতিথিদের হাত দিয়ে অনুষ্ঠানে মোট ২৫ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

এদিন বিলোনিয়া শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক দিবসের এই আয়োজনকে ঘিরে শিক্ষক মহলে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা

● **প্রথম পাতার পর** মেরে হামলা চালানো হয়। ঘটনায় তিনি আহত হলে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

অন্যদিকে, ঘটনার পর স্থানীয়রা মোবারক হোসেনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে অসুস্থ অবস্থায় তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় আহত শুভদীপ দাসের মা সুস্মিতা দাস রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ কী এবং হামলার ঘটনায় কার বা কাদের ভূমিকা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পরই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

বন্‌ধের জেরে স্থগিত

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে। পরবর্তী তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

টিপিএসসি জানিয়েছে, পরবর্তীতে লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত কর্মসূচি কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী আপডেটের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে

● **প্রথম পাতার পর** আইপিএফটি নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রদ্যোত কিশোরের সঙ্গে তাঁর বৈঠক অত্যন্ত ইতিবাচক হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, সমস্ত অংশীদারের মধ্যে বর্তমানে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ড. সাহা বলেন, যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা মাথায় রাখা হবে, যাতে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত না হন। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস'-এর চেতনায় আমরা এগিয়ে যাব।

জোট শরিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে বলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তা খারিজ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৈঠক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে এবং "সবাই সন্তুষ্ট ও খুশি।

অতীতে জোটের সামনে যে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি এসেছিল, সেখান থেকে শরিকরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বলেও জানান তিনি। ভবিষ্যতে পারস্পরিক দূরত্ব ও ঘাটতিগুলি দূর করে একসঙ্গে কাজ করার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়সীমা মেনে এগোনোর কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

এদিকে, রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসন দুর্বল নয়। আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আমরা সবাই একসঙ্গে বসে সমস্ত সমস্যার সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান করব। সঠিকভাবে এবং সবার স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রোগী সহ অ্যাম্বুলেন্স বাধাপ্রাপ্ত, দিনভর দুর্ভোগ

● **প্রথম পাতার পর** চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের একাংশ পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে এবং পুলিশের দিকে এগিয়ে যায় বলে জানা গেছে। এই সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারী উসকানিমূলক মন্তব্যও করেন বলে অভিযোগ। তাঁদের কেউ কেউ এখনও তাঁদের কাছে গুলি বা গোলাবারুদ রয়েছে বলে দাবি করে পুলিশকে গুলি চালানোর চ্যালেঞ্জ জানান বলেও জানা গেছে।

আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকারের সঙ্গে হওয়া চুক্তির বিভিন্ন ধারা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না হলে আন্দোলন আরও ভিন্ন রূপ নিতে পারে বলেও তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অবরোধ চলাকালীন ওই অ্যাম্বুলেন্সগুলি বেশি গতিতে এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল। সেই কারণেই সেগুলিকে থামানো হয়েছিল বলে তাঁদের বক্তব্য। তবে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স আটকে পড়ার ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

গত দুই দিনের অবরোধে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ যাত্রী, ব্যবসায়ী এবং কর্মজীবী মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। দূরপাল্লার যাত্রীদেরও ব্যাপক ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। অবরোধ দীর্ঘায়িত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দাবিগুলির মধ্যে সরকারের সঙ্গে হওয়া চুক্তির বৈধ প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা জরুরি বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। তবে একইসঙ্গে আন্দোলনের আওতার বাইরে অ্যাম্বুলেন্স, জরুরি পরিষেবা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় যানবাহনকে রাখার দাবি উঠেছে।

বড়মুড়ায় উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে জাতীয় সড়ক ও রেলপথে স্বাভাবিক চলাচল ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন নাগরিকদের একাংশ। তাঁদের মতে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে, বিভিন্ন জায়গায় অবরোধের জেরে সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত, অন্যদিকে রেললাইনে ধসের কারণে ব্যাহত রেল পরিষেবা। দুই দিকের সমস্যায় কার্যত চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে ধর্মনগর রেল স্টেশনে আটকে পড়েছেন বহু যাত্রী। অন্যান্য ট্রেনের পাশাপাশি শিয়ালদহ—সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পরিষেবাও ব্যাহত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

রেললাইনে ধসের জেরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে শিয়ালদহ থেকে আসা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধর্মনগর পর্যন্ত এসে কার্যত থেমে যায়। ট্রেনে থাকা আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, সাব্রুমসহ ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার যাত্রীরা ধর্মনগরে নেমে পড়লেও এরপর কীভাবে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছবেন, তা নিয়ে তৈরি হয় চরম অনিশ্চয়তা।

অন্যদিকে, ধর্মনগর থেকে ট্রেনটি শনিবার সকাল প্রায় ১১টার সময় ফের শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ফলে দূরদূরান্ত থেকে ধর্মনগরে এসে ট্রেন ধরার অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরাও সমস্যায় পড়েন।

বিশেষ করে আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, উদয়পুর, সাব্রুমসহ দক্ষিণ ও মধ্য ত্রিপুরার যাত্রীরা ধর্মনগরে এসে আটকে পড়ছেন। একইভাবে উত্তর ত্রিপুরার যেসব যাত্রী আগরতলা কিংবা দক্ষিণ ত্রিপুরার দিকে যাওয়ার জন্য রেল পরিষেবার ওপর নির্ভর করেন, তাঁরাও পড়েছেন অনিশ্চয়তার মধ্যে।

এদিকে, ধর্মনগর স্টেশন চত্বরে আটকে পড়া যাত্রীদের ভিড় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বহু যাত্রীকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে রয়েছে শিশু ও বয়স্ক পরিবারের সদস্যারা। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

রেললাইনে ধসের কারণে উত্তরবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের একাধিক ট্রেনের পরিষেবা ইতিমধ্যেই বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ মেরামতের কাজও চলছে। তবে পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কতটা সময় লাগবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

যাত্রীদের দাবি, রেল পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প পরিবহণের ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি ধর্মনগর স্টেশনে আটকে থাকা যাত্রীদের দ্রুত সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সড়কপথে অবরোধ এবং রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন বহু মানুষ। ধর্মনগরে আটকে থাকা যাত্রীরা কবে এবং কীভাবে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছবেন, এখন সেটিই বড় প্রশ্ন।

অপরদিকে, ২০২৪ সালের পুনর্বাসন চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সংগঠনগুলির ডাকা ৭২ ঘণ্টার সড়ক ও রেল অবরোধ অবশেষে শনিবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সরকারের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিদের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবরোধ প্রত্যাহারের ফলে দু'দিন ধরে দুর্ভোগে থাকা হাজার হাজার যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার জানান, সমস্ত আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রশাসনের আলোচনা হয়েছে। তাঁদের বেশ কিছু দাবিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে বিদ্যমান নিয়মের আওতায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ড. বিশাল কুমার বলেন, পুনর্বাসন কমিটি তাঁদের কয়েকটি দাবি নিয়ে ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাঁদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়মের মধ্যে থেকে গ্রহণ করেছি। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়ন করা হবে।

তিনি আরও জানান, বৈঠকে একাধিক বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেগুলি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সরকারের এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই শনিবার অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাজ্য ও আত্মসমর্পণকারী সুবিধাভোগীদের স্বার্থে আন্দোলন প্রত্যাহার করায় প্রাসেনজিৎ-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান জেলাশাসক।

এদিকে অবরোধের জেরে গত দু'দিন ধরে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। বরামুড়ায় জাতীয় সড়কে অবরোধের পাশাপাশি রেল পরিষেবাতেও প্রভাব পড়ে। জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে বাস, পণ্যবাহী ট্রাক, ব্যক্তিগত গাড়ি-সহ বহু যানবাহন। দূরপাল্লার যাত্রীদেরও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।

তবে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয় জরুরি পরিষেবা নিয়ে। অভিযোগ, অবরোধের কারণে রোগী নিয়ে যাওয়া দুটি অ্যাম্বুলেন্সও আটকে পড়ে। এর মধ্যে কয়েকজন রোগী জিবি পান্ত হাসপাতালে ডায়ালিসিসের জন্য যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়। অ্যাম্বুলেন্স এগোতে না পারায় তাঁদের একপর্যায়ে হেঁটে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের কারণে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা কতটা ব্যাহত হতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

শনিবার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় সড়কে বসানো ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের উত্তেজনা তৈরি হয় বলে জানা যায়। আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আন্দোলনের ধরন আরও কঠোর হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দাবি, ২০২৪ সালের পুনর্বাসন চুক্তিতে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও সেগুলির বেশ কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা এবং উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

অবরোধ প্রত্যাহারের পর এখন সরকারের দেওয়া সময়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের আশা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে সাধারণ যাত্রী, রোগী, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী ও দিনমজুরদের দুর্ভোগে পড়তে হবে না।

অপরদিকে, ২০২৪ সালের পুনর্বাসন চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সংগঠনগুলির ডাকা ৭২ ঘণ্টার সড়ক ও রেল অবরোধ অবশেষে শনিবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সরকারের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিদের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবরোধ প্রত্যাহারের ফলে দু'দিন ধরে দুর্ভোগে থাকা হাজার হাজার যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার জানান, সমস্ত আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রশাসনের আলোচনা হয়েছে। তাঁদের বেশ কিছু দাবিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে বিদ্যমান নিয়মের আওতায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ড. বিশাল কুমার বলেন, পুনর্বাসন কমিটি তাঁদের কয়েকটি দাবি নিয়ে ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাঁদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়মের মধ্যে থেকে গ্রহণ করেছি। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়ন করা হবে।

তিনি আরও জানান, বৈঠকে একাধিক বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেগুলি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সরকারের এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই শনিবার অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাজ্য ও আত্মসমর্পণকারী সুবিধাভোগীদের স্বার্থে আন্দোলন প্রত্যাহার করায় প্রাসেনজিৎ-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান জেলাশাসক।

এদিকে অবরোধের জেরে গত দু'দিন ধরে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। বরামুড়ায় জাতীয় সড়কে অবরোধের পাশাপাশি রেল পরিষেবাতেও প্রভাব পড়ে। জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে বাস, পণ্যবাহী ট্রাক, ব্যক্তিগত গাড়ি-সহ বহু যানবাহন। দূরপাল্লার যাত্রীদেরও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।

তবে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয় জরুরি পরিষেবা নিয়ে। অভিযোগ, অবরোধের কারণে রোগী নিয়ে যাওয়া দুটি অ্যাম্বুলেন্সও আটকে পড়ে। এর মধ্যে কয়েকজন রোগী জিবি পান্ত হাসপাতালে ডায়ালিসিসের জন্য যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়। অ্যাম্বুলেন্স এগোতে না পারায় তাঁদের একপর্যায়ে হেঁটে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের কারণে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা কতটা ব্যাহত হতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

শনিবার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় সড়কে বসানো ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের উত্তেজনা তৈরি হয় বলে জানা যায়। আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আন্দোলনের ধরন আরও কঠোর হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দাবি, ২০২৪ সালের পুনর্বাসন চুক্তিতে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও সেগুলির বেশ কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা এবং উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

অবরোধ প্রত্যাহারের পর এখন সরকারের দেওয়া সময়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের আশা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে সাধারণ যাত্রী, রোগী, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী ও দিনমজুরদের দুর্ভোগে পড়তে হবে না।

কেন্দ্রীয় বাহিনী

● **প্রথম পাতার পর** দলের পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া কিংবা জোর করে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়। ভোটকেন্দ্রে যাওয়া ও ভোটগ্রহণ শেষে ফেরার সময় পোলিং এজেন্টদের পুলিশি নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে।

বামফ্রন্টের প্রধান দাবিগুলি হল, সমস্ত ভোটকেন্দ্রকে 'অত্যন্ত স্পর্শকাতর' হিসেবে ঘোষণা করা, ভোটগ্রহণের অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে সিআরপিএফ মোতায়েন করা, প্রচারপর্ব শেষ হওয়ার পর এডিসি এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করা, ভোটকেন্দ্রের প্রবেশপথে পরিচয়পত্র যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ওয়েবকাস্টিং এবং ক্যামেরা নজরদারি নিশ্চিত করা এবং বিরোধী দলগুলিকে সভা, মিছিল ও প্রচার কর্মসূচি করার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং নিরাপত্তা প্রদান করা হোক।

মানিক দে অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় অতীতে 'ভোট লুট', ছাপ্পা ভোট এবং প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। তাই ভোটার ও প্রার্থীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেন তিনি।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এডিসি এলাকার তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনকে ঘিরে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য সকলকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান মানিক দে। একইসঙ্গে আদিবাসী ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রেখে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

আগামী এক মাসের মধ্যে

● **প্রথম পাতার পর** বিষয় নিয়ে আলোচনা করেননি। বরং তাঁরা শুধুমাত্র তিপ্রাসাদের অধিকার ও দাবির বিষয়টি সামনে রেখেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, আমি কখনও আমার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না এবং করিনি। আগামী প্রজন্মের সাংবিধানিক অধিকার এখন আইন ও সংবিধানের মাধ্যমে সুরক্ষিত হবে।

এদিন প্রদ্যোত আরও স্পষ্ট করে বলেন, ত্রিপুরায় সমস্ত জাতি ও জনজাতির উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে অতীতে যে অন্যায় হয়েছে, তারও সমাধান করতে হবে। তবে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ওপর জোর দেন তিনি।

তিনি সতর্ক করে বলেন, যারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে ত্রিপুরায় মণিপুরের মতো পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করবেন, শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতি তিপ্রাসাদেরই হবে। তাই কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক অশান্তি না করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কমিউনিস্টদের একাংশের সমালোচনার প্রসঙ্গ তুলে প্রদ্যোত বলেন, ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকলেও তারা টিপ্রাসাদের ভূমির অধিকার দেয়নি এবং কোনও অ্যাকর্ডও স্বাক্ষর করেনি। তাঁর প্রশ্ন, সেই সময় কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারে বামেদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কেন এই দাবি পূরণ করা হয়নি?

ভূমির অধিকার নিয়ে তিনি বলেন, এই অধিকার শুধু তিপরা মথার সমর্থকদের জন্য নয়। সিপিআই(এম), কংগ্রেস কিংবা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত টিপ্রাসারাও সমানভাবে এই অধিকার পাবেন। এমনকি যারা ভোট দেন না, তাদের সন্তানরাও ভবিষ্যতে এই অধিকারের আওতায় আসবেন।

অন্যদিকে, জোট প্রসঙ্গে প্রদ্যোত বলেন, মথা আইপিএফটির সঙ্গেও আলোচনা করছে। তাঁর বক্তব্য, আইপিএফটি ও তিপ্রা মথার দাবি যদি এক হয় এবং উভয় পক্ষই যদি টিপ্রাসাদের স্বার্থে কাজ করে, তাহলে তাদের একসঙ্গে আসার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর মধ্যে মারপিটে আহত ১

● **প্রথম পাতার পর** স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর পানিসাগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

তবে কী কারণে বিবাদের সূত্রপাত এবং মারপিটের ঘটনায় কার কী ভূমিকা ছিল, তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। পুলিশি তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
06-09-2026, 01:41

াঙ্গন

পুজোর আগেই শুরু আইএসএল, ফিরছে পুরনো ফরম্যাটে? অবশেষে বিস্তারিত ঘোষণা ফেডারেশনের

আইএসএল কবে থেকে শুরু হবে? শেষ পর্যন্ত কারা কারা খেলবে? ফরম্যাট কী হবে? কবে পর্যন্ত চলবে? বিভিন্ন মহলে জল্পনা ছিলই। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হল আইএসএল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এর আগে রিলায়েন্স দেশের সেরা লিগ চালাত। গত মরশুমে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কোনও রকমে লিগ চালিয়েছে। এবার ক্লাবগুলো জোটবদ্ধ হয়ে লিগ চালাবে।

আইএসএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০ অক্টোবর থেকে লিগ শুরু হবে। চলবে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত। খেলবে ১৩টি দল। চিরাচরিত হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে লিগ হবে। পুরনো ভাবেই লিগ পর্ব শেষে যে দল শীর্ষে থাকবে, তাদের শিল্ড চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে। এরপর সেরা ৬ দলের প্লেঅফ ফরম্যাটে আইএসএল কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়াই করবে। এবার মোট ১৬৩টি ম্যাচ হবে।

এআইএফএফের তরফ থেকে জানান হয়েছে, 'ফেডারেশন ও ক্লাব জোট একত্রে লিগ আয়োজন করছে। যা ভারতীয় ফুটবলকে নতুন দিকে নিয়ে যাবে। যাতে ফুটবল ক্যালেন্ডার তৈরি হয়, নতুন ভারতীয় প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যায় এবং ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য আদর্শ পরিমণ্ডল গড়ে তোলা।' এবার আইএসএলে খেলবে বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়িন, চার্চিল ব্রাদার্স, ইস্টবেঙ্গল, এফসি গোয়া, ইন্টার কাশী, কেরালা ব্লাস্টার্স, মোহনবাগান, মুম্বই সিটি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড, ওড়িশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি এবং স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। এদের মধ্যে চার্চিলের অংশগ্রহণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সাপেক্ষে।

তবে শুরুতে ১৪টি দলকে নিয়ে লিগ হওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দিতে না পারায় বাদ পড়েছে কলকাতার ডায়মন্ড হারবার এফসি। এআইএফএফ জানিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার এফসির জন্য অবনমনের নিয়মে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। অর্থাৎ লিগ টেবিলের একেবারে নীচে রাখা হবে ও পরের মরশুমে খেলতে হবে দ্বিতীয় ডিভিশনের লিগে। অর্থাৎ, অবনমিত দলটি হবে ডায়মন্ড হারবারই। ফলে পরের মরশুমে ফের ১৪টি দলকে নিয়ে আইএসএল আয়োজন করার পথও খোলা থাকছে।

বদলে গেল ভারত বনাম পানামা ম্যাচের দিন, কবে খেলা আয়োজন করা হবে, জানাল ফেডারেশন

এই মাসের শেষের দিকে বিশ্বকাপে খেলা পানামার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ভারত। তবে একটি সমস্যার জেরে সেই ম্যাচের দিন বদলে দেওয়া হল। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, ম্যাচটি এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বরের বদলে ম্যাচটি হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামেই ম্যাচ আয়োজন করা হবে।০০:০১ আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরু ম্যারাথন হবে। তার ঠিক এক দিন আগে এই ম্যাচ আয়োজন করলে সমস্যা হতে পারত। কারণ ম্যারাথনের শুরু এবং শেষ হবে কান্তিরাভাতেই। তাই পানামা ম্যাচ এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। কর্নাটক রাজ্য ফুটবল সংস্থার সূত্র বলেছেন, "ম্যাচ এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। সেটি ২৫ সেপ্টেম্বর হবে।"তিন বছর পর আবার বেঙ্গালুরুতে খেলতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল। ২০২৩-এ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ বার সেই মাঠে খেলেছিল তারা। কুয়েতকে হারিয়ে ট্রফিও জিতেছিল। পানামা এই মুহূর্তে বিশ্বের ৪৪ নম্বর দল। অক্টোবরে ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে ভারতের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি হয়ে যাবে এই ম্যাচেই। কোচ খালিদ জামিল চেয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ম্যাচের আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে। তাই পানামাকে খেলার জন্য রাজি করানো হয়েছে।

হাইভোল্টেজ ম্যাচে ব্লাড মাউথকে হারিয়ে লীগ তালিকার শীর্ষে এগিয়ে চলো সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত "শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে" এক রোমাঞ্চকর ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ক্রীড়াপ্রেমীরা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রথম ডিভিশন লিগের এক হাইভোল্টেজ ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ৩-২ গোলের ব্যবধানে পরাস্ত করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে।

খেলার ৩০ মিনিটে এইচ.এস সিং-এর গোলে ব্লাড মাউথ প্রথমে এগিয়ে গেলেও, দ্বিতীয় অর্ধের ৫৫ ও ৬০ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে এগিয়ে চলো সংঘকে লিড এনে দেন এস এম মেইতি। এরপর ৬৮ মিনিটে এইচ.এস সিং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ম্যাচ ২-২ সমতায় ফেরান। তবে নাটকের তখনও বাকি ছিল; ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে (৯০+২ মিনিট) মোহাম্মদ এন শারিফের জয়সূচক গোলে এগিয়ে চলো সংঘের রোমাঞ্চকর জয় সুনিশ্চিত হয়। ম্যাচের টানটান উত্তেজনার মাঝে রেফারি আদিত্য দেববর্মা দুই দলের মোট পাঁচজন খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ৩টি ম্যাচ খেলে ২টিতে জয় ও ১টিতে ড্রয়ের সুবাদে বর্তমানে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ স্থান দখল করল এগিয়ে চলো সংঘ।

উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই বেশ জমজমাট লড়াই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ২৮ আগস্ট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে টাউন ক্লাবকে ৪-১ গোলে হারিয়ে উড়ন্ত সূচনা করেছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। তবে পরবর্তী দিনগুলিতে প্রতিযোগিতার গতিপ্রকৃতি বদলাতে থাকে এগিয়ে চলো সংঘ তাদের প্রথম ম্যাচে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ৫-১ ব্যবধানে হারায় এবং ১ সেপ্টেম্বর টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র করে। অন্যদিকে, গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাবকে গত ২ সেপ্টেম্বর ১-০ গোলে পরাজিত করে চমক দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। লিগের অন্যান্য খেলাগুলির মধ্যে ফরোয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র হয়, নাইন বুলেটস ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় রামকৃষ্ণ ক্লাবকে, এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবও একই ব্যবধানে কল্যাণ সমিতিকে হারায়। এছাড়া নৈশাললোকের বিকেলের খেলায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ৫-১ গোলের এক বড় ব্যবধানে জয় নথিভুক্ত করেছে।

প্রণবানন্দকে নকআউট করে ফাইনালে আসাম রাইফেল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ফাইনালে পৌঁছল। সেমিফাইনালে হারাল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে টিকিট নিশ্চিত করল আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল ম্যাচে তারা ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে পরাজিত করে। সকাল ১০ টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আসাম রাইফেলস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অনুষ্কা টুডু ৪৭ বলে ৪৬ এবং অন্তরা মুহুরী ২৮ বলে ২৫ রান করেন। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ইনিংস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৮২ রানে থেমে যায়। দলের হয়ে সাক্ষী বার্মা ৩০ বলে ২২ রান করলেও জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

আসাম রাইফেলসের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ব্যাটাররা দাঁড়াতে পারেননি। দলের পক্ষে দিয়া সরকার ৩ ওভারে মাত্র ৭ রান খরচ করে তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। এছাড়া তানিয়া ছেত্রী ও ঋদ্ধি নমঃ প্রত্যেকে ১টি করে উইকেট দখল করেন। বোলিংয়ে এই অসামান্য পারফরম্যান্সের সুবাদে দিয়া সরকার ম্যাচ সেরার (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) পুরস্কার অর্জন করে।

দলীপ ফাইনালে ইতিহাসের দোরগোড়ায় শামি, জাতীয় দলে ব্রাত্য তারকাকে সম্মানিত করবে সিএবি

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শততম ম্যাচ খেলতে চলেছে মহম্মদ শামি। জাতীয় দলে ব্রাত্য। তবে এখনও একার কাঁধে দলকে ম্যাচ জেতাতে পারেন। দলীপ ট্রফির ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের হয়ে সেই কাজটা করে নির্বাচকদের ফের বার্তা দিতে চাইবেন বাংলার পেসার। বিসিসিআই হয়তো উচ্চবাচ্য করছে না। কিন্তু সিএবি থেকে শততম ম্যাচে বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে। চেন্নাইয়ে এই ম্যাচের আগে সিএবি থেকে উপহার দেওয়া হবে।

২০১০ সালে বাংলার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় শামির। দু'বছর পর পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফি জয়ের দলেও ছিলেন। আর ১৪ বছর পর ফের দলীপের ফাইনালে পূর্বাঞ্চল। যেটা আবার শামির শততম ম্যাচ। চিপক স্টেডিয়ামে এই ম্যাচের আগে সিএবি'র তরফ থেকে একাধিক উপহার থাকছে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সই করা একটি বল দেওয়া হবে। তার সঙ্গে থাকবে একটি একশো লেখা জার্সি। এখানেই শেষ নয়। একটি এক কেজি ওজনের বিশেষ রুপোর স্মারক থাকবে শামির জন্য। সিএবি থেকে উপহার নিয়ে চেন্নাইয়ে উড়ে যাচ্ছেন সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শামি ৯৯টা ম্যাচ খেলেছেন। উইকেট সংখ্যা ৩৮২। পাঁচবারের বেশি উইকেট নিয়েছেন ১৫ বার। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৯০০ উইকেট শিকার করেছেন শামি। ১৪৯টি লিস্ট 'এ' ম্যাচে তাঁর রয়েছে ২৮৩টি উইকেট। তিনি ১৯৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ২৩৮ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন। এই কৃতিত্ব অর্জনকারী ষষ্ঠ ভারতীয় ফাস্ট বোলার হলেন শামি। কিন্তু তারপরও কি শামিকে ব্রাত্য থাকতে হবে? এখনও তিনি বল হাতে আগুন ঝরাতে পারেন। রনজিতে বা আইপিএলে অনায়াসে উইকেট তোলেন। কিন্তু জাতীয় দলে ব্রাত্য। ২০২৭-র ওয়ানডে বিশ্বকাপে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। তবে সিএবি থেকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

লিটনের ওপরই নেতৃত্বের ভরসা, এশিয়ান গেমসের জন্য ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দল ঘোষণা

ঢাকা: আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ঘোষণা করল বিসিবি। দলের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দলের একমাত্র হিন্দু ক্রিকেটার লিটন দাস। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এশিয়ান গেমসের আসর। নাজমুল হোসেন শান্ত ফিরে এসেছেন স্কোয়াডে। টি-টোয়েন্টি ফর্মাটে হবে এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটের আসর।গতবারের এশিয়ান গেমসে পোডিয়াম ফিনিশ করেছিল বাংলাদেশ। তারা ব্রোঞ্জ জিতেছিল। গতবার রুপো জিতেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল ও সোনা জিতেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান সরাসরি টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যোগ্যতা অর্জন পর্বের মাচ খেলে টুর্নামেন্টের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে হংকং, মালয়েশিয়া, নেপাল, চিন ও ওমান ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ শেষবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল যখন তাঁরা জিমবাবোয়ে সফর করেছিল কিছুদিন আগে। সেখানে ৩ ময়চের সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জিতে নিয়েছিল টাইগাররা। এবারের এশিয়ান গেমসের আসর বসতে চলেছে জাপানের দুটো শহর আইচি ও নাগোয়াতে। ১৯৫৮ ও ১৯৯৪ সালের পর তৃতীয়বার জাপানের মাটিতে এই এশিয়ান গেমসের আসর বসতে চলেছে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। কিন্তু তার আগেই ক্রিকেটের আসর শুরু হয়ে যাবে।

ন্যাশনাল র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিসে অংশ নিতে উদ্যোগী ত্রিপুরা সংস্থা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন ন্যাশনাল র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার প্যাডলারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে ত্রিপুরা টেবিল টেনিস সংস্থা। টেবিল টেনিস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া -এর জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন হিসেবে স্বীকৃতি এবং কার্যক্রম স্থগিত থাকার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সংস্থার সঙ্গে ত্রিপুরার অধিভুক্তি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১২ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত পাঞ্জাবের এলপিইউ-তে অনুষ্ঠিতব্য এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের যোগ্য ও আগ্রহী খেলোয়াড়দের পাঠানোর সব রকম চেষ্টা চালানো হবে বলে সংস্থার সচিব অজয় দত্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

তবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া, এন্টি ফি এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে ও নিজস্ব অর্থায়নে বহন করতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক রাজ্যের উদীয়মান খেলোয়াড়দের আগামী ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

জাতীয় কোরাস চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পদক পেল রাজ্যের জয়তিকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় গুরু নানক স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১০তম সাব জুনিয়র জাতীয় ন্যাশনাল কোরাস প্রতিযোগিতা।প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের দক্ষিণ পিলাক জেলার মেয়ে জয়তিকা দেবনাথ রুপো পদক অর্জন করে।মেঘালয়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরাখান্ড, উড়িষ্যা, পন্ডিচেরি কেরালা ও উত্তর প্রদেশের মত খেলোয়ারদের সাথে দুর্দান্ত লড়াই করে এই সাফল্য আসে।

জয়তিকা দেবনাথ একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। তার বাড়ি সাউথ পিলাক জেলার ঋষমুখের হরিপুর পঞ্চায়েতে। রাজ্যে জুডো খেলার পাশাপাশি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কুরাশ খেলাটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে তাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় এবং ফেডারেশন প্রতিযোগিতার আসরে রাজ্যের কুরাশ খেলোয়াড়রা স্বর্ণপদক, রুপো পদক ও ব্রোঞ্জ পদক জয় করছে। বহিরাজ্যে গিয়ে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করছে।

যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল ও ত্রিপুরা অলম্পিক অ্যাসোসিয়েশন যদি এই কুরাশ খেলাটার উপর ভালো করে নজর দেয় এবং কুরাশ খেলোয়ারদের যদি দপ্তর থেকে ক্যাম্প করানো হয়, তাহলে আন্তর্জাতিকস্তরেও রাজ্যের এই কুরাশ খেলোয়াড়রা মেডেল জয় করে আনতে সক্ষম হবে।ত্রিপুরা স্টেট কুরাশ এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় জয়তিকা দেবনাথকে শুভেচ্ছা জানান তার এই সাফল্যের জন্য।পাশাপাশি জয়তিকাকে শুভেচ্ছা জানান ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য দ্বীপায়ন চৌধুরী, ত্রিপুরা কুরাশ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য রাহুল ভট্টাচার্য্য। কিছুদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাউথ পিলাক জেলায় গিয়ে রাজ্যভিত্তিক কুরাশ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন। আজকে সেই সাউথ পিলাক জেলা থেকে জাতীয় আসরে পদক আসে।উনকোটি ও গোমতী জেলায় যদি ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ ও যুব কল্যাণ ক্রীড়া দপ্তর থেকে কুরাশ কোচিং সেন্টার করা যায় তাহলেও এই জায়গাগুলো থেকেও ভালো খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে।

বালিকাদের স্কুল ক্রিকেট টি-২০ : হলিক্রসকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে বরদোয়ালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।বরদোয়ালি স্কুল দলের দুর্দান্ত জয়। ফাইনালে প্রবেশ সদর আন্তঃস্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হলিক্রস স্কুলকে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বরদোয়ালি স্কুল। সকাল ১০টায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বরদোয়ালি বোলারদের বিধ্বংসী বোলিংয়ের মুখে পড়ে হলিক্রস স্কুল। দলের পক্ষে রিমসা কর্মকার ২১ বলে ৮ রান করলেও পুরো দল ১৫.৫ ওভারে মাত্র ৩৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। বরদোয়ালি শিবিরের পক্ষে মোনালি শর্মা মাত্র ৯ রান খরচ করে একাই শিকার করেন ৪টি উইকেট। এছাড়া তনুশ্রী দাস ৩ রানে ২টি এবং ত্রিতাস সরকার ৪ রানে ১টি উইকেট তুলে নিয়ে হলিক্রসের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বরদোয়ালি স্কুলের ব্যাটাররা কোনো উইকেট না হারিয়েই মাত্র ৭.২ ওভারে ৩৮ রান তুলে নিশ্চিত জয় ও ফাইনালের টিকিট অর্জন করেন। দলের জয়ে মাহি দেব ২৩ বলে অপরাজিত ১৬ এবং মৃত্তিকা চৌধুরী ২১ বলে অপরাজিত ১৩ রান করেন। বোলিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য বরদোয়ালি দলের তনুশ্রী দাস ম্যাচসেরা বা প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব অর্জন করেন। একপেশে এই জয়ের ফলে বরদোয়ালি শিবিরে বইছে আনন্দের জোয়ার।

অমরপুরে এমএলএ কাপ দিবারাত্রি ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। যুব সম্প্রদায়কে ফুটবল মাঠে নিয়ে আসার জন্য রাজ্যের প্রায় প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেই চলছে বিধায়কদের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবার প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শনিবার উদ্বোধন হয়ে গেল অমরপুরের সর্বপ্রথম দিবারাত্রিতে আয়োজিত এমএলএ কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বিধায়ক এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অমরপুর মাতা মঙ্গল চন্ডীম ময়দানে উদ্বোধন হলো দিবারাত্রি এই নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক জিতেন মজুমদার, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অতিথিবর্গরা। শনিবার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সর্বপ্রথম অমরপুর এমএলএ কাপ দিবারাত্রি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আসর আয়োজিত হচ্ছে। মোটা অংকের প্রাইজ মানি এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহকুমার প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়ারদের কে দেওয়া হয় সংবর্ধনা।

চাপের মুখে লড়ছে সংহতি চালকের আসনে লড়ছে স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার ঘরোয়া ক্রিকেটের মর্যাদাপূর্ণ যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে শনিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে সংহতি ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় শুরু হওয়া এই তিন দিনের ম্যাচের প্রথম দিনে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামে সংহতি ক্লাব। তবে বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ডে জল জমে যাওয়ায় ম্যাচের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। এর মাঝেও দারুণ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে দিনশেষে সংহতি ক্লাব তাদের প্রথম ইনিংসে ৫৫.৪ ওভার ব্যাট করে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৩০ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে ওপেনার তথা অধিনায়ক শুভম সূত্রধর একা লড়ে ১৫৯ বল মোকাবিলা করে ৮টি বাউন্ডারির সাহায্যে অপরাজিত ৮০ রানের একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। এছাড়া রাহুল হোসেন ৯৫ বল খেলে দলের খাতায় যোগ করেন ২৯ রান। অন্যদিকে, সংহতি ক্লাবের ব্যাটারদের চেপে ধরতে প্রথম দিন থেকেই দারুণ বোলিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বোলাররা। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে সন্দীপ সরকার ১৬.৪ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ৩২ রান খরচে তুলে নেন প্রতিপক্ষের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। পাশাপাশি তুষার সাহা ১২ ওভারে ৩টি মেডেনসহ ৩০ রান খরচ করে শিকার করেন ৩টি উইকেট এবং রাজদীপ দত্ত ৮ ওভারে ২ মেডেনসহ ১৯ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট দখল করেন। দিনের খেলা শেষে সংহতি ক্লাবের স্কোরবোর্ডে ১৩০ রান জমা হয়েছে এবং দীপাঞ্জন দাস কোনো রান না করে ক্রিজে অপরাজিত রয়েছেন।

টি সি এ-র জেসি মেমোরিয়াল ক্রিকেট বড় স্কোরের লক্ষ্যে ব্লাড মাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজধানীর এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ শনিবার থেকে শুরু হলো ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। তিন দিনব্যাপী ম্যাচ। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে দিনভর ব্যাট করে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৭৪ ওভার খেলে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২৬১ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ১৬৯ বল খেলে ৯টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে সর্বোচ্চ ৭৬ রান করেন। এছাড়া শ্রীদাম পাল ৮২ বলে ৭০ এবং আনন্দ ভৌমিক ৮২ বলে ৪৭ রান করে দলের ইনিংসকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। অতিরিক্ত খাত থেকে যোগ হয় মূল্যবান ২৪ রান। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে সফল বোলার সানি সিং ১৪ ওভারে ২৯ রান খরচ করে ২টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, বিক্রম দেবনাথ এবং ভিকি সাহা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট লাভ করেন।

দিনের খেলা শেষে ব্লাড মাউথ ক্লাবের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ২৬১ রান, যেখানে অধিনায়ক মনি শংকর সিং সহ আরও চার ব্যাটার এখনও ক্রিজে নামার অপেক্ষায় রয়েছেন। আগামীকাল রবিবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তাদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে এই রানের জবাবে কেমন লড়াই চালায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এমবিবি স্টেডিয়ামের উইকেটে প্রথম দিনের এই লড়াইয়ে ব্যাটাররা নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিলেও, দ্বিতীয় দিনে বোলাররাও ম্যাচের গতিপ্রকৃতি নিজেদের অনুকূলে আনার সুযোগ পাবেন। প্রথম ইনিংসে একটি বড় স্কোর গড়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব ইতিমধ্যেই ম্যাচে নিজেদের অবস্থান বেশ শক্ত করে তুলেছে।

ঊনকোটির প্রাক্তন খেলোয়ারদের মেগা কর্মসূচির সূচনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রবিবার ছুটির দিন। রাজ্যের ফুটবলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলছে এদিন।সারা রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম খেলোয়ারদের নিয়ে এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে।রবিবার মেগা কর্মসূচির মাধ্যমে এই এসোসিয়েশনের পথ চলা শুরু হতে যাচ্ছে।এদিন সকাল ছয়টায় শ্রীরামপুর ট্রাই জংশন এলাকা থেকে সংহতি রেলি শুরু হয়ে সমস্ত শহর পরিক্রমা করে রামকৃষ্ণ কলেজ মাঠে এসে সমাপ্ত হবে। আটটায় শুরু হবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। ক্রীড়া ও যুবক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সংহতি রেলির উদ্বোধন করবেন।দুপুর একটা থেকে কলেজ মাঠে শুরু হবে নানা কর্মসূচি। বিকালে শুরু হবে প্লেয়ার্স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট।উদ্বোধনী ম্যাচে ধর্মনগরের শক্তিশালী সোনালী শিবির দল কৈলাশহরের ইয়ুথ ক্লাবের সাথে মোকাবিলা করতে মাঠে নামবে। সোমবার বিকেলে কুমারঘাট বেস্ট ইলেভেন এবং দেওরাছড়া বেস্ট জমজমাট লড়াই করবে। ৮ তারিখ বিকালে ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী সভা।সমস্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন সংস্থার জনপ্রতিনিধি এবং রাজ্য থেকে এককালের মাঠ কাপানো প্রাক্তন খেলোয়াররা উপস্থিত থাকবেন। গোটা এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ক্রীড়া প্রেমীদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করলেন নিয়ে তৈরি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদর্শন বৈদ্য।

তিন জন্মসনদে তিন বয়স, নিষিদ্ধ ভারতীয় ক্রিকেটার

একজনেরই তিন জন্মদিন! বাস্তবে সম্ভব নয়। তবে কাগজে-কলমে ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের লেগ স্পিনার রোহিত যাদবের জন্মসাল তিনটি২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০। মাসখানেক আগেও শ্রীলঙ্কা সফর করে আসা এই ক্রিকেটারকে বয়সের তথ্য জালিয়াতির দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি) তাদের খেলোয়াড়দের জন্য প্রাকমৌসুম নথিপত্র যাচাই কর্মসূচি পরিচালনা করার সময় রোহিতের বিষয়ে গরমিল পায়। পিটিআই জানিয়েছে, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০এই তিনটি ভিন্ন জন্মসনদ পাওয়া গেছে তাঁর নামে।ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়, রোহিতের আধার কার্ডের তথ্যেও ছিল গরমিল। সিএবির নিবন্ধনে তাঁর জন্মসাল ২০০৭। অন্যদিকে ২০১৭ ও ২০২০ সালে হালনাগাদ করা আধার রেকর্ডে জন্মসাল ছিল ২০০৬। পরে ২০২১ সালে সেটি পরিবর্তন করে করা হয় ২০০৯।বয়স নিয়ে এত রকম তথ্য পাওয়ার পর আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের ভারত অনূর্ধ-১৯ দল থেকে রোহিতকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।রোহিত একা নন। একই ধরনের বয়সের গরমিলের কারণে আরও ৬৪ ক্রিকেটারকে নিষিদ্ধ করেছে সিএবি। তাঁদের মধ্যে আছেন ২০২২ সালের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের পেসার রবি কুমারও। ২০২৫-২৬ মৌসুম পর্যন্ত বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তাঁর সব রেকর্ড বাতিল বলে গণ্য হবে। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, রবি কুমারের ক্ষেত্রে বয়সের গরমিল ছিল ৪০ মাসের বেশি। বয়স জালিয়াতি ঠেকাতে অতীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বিসিসিআই। ২০২০ সালে দায়ীদের শাস্তির পাশাপাশি সাধারণ ক্ষমার একটি পরিকল্পনাও প্রস্তাব করেছিল সংস্থাটি। সেই ব্যবস্থায় নিবন্ধিত খেলোয়াড়েরা স্বেচ্ছায় বয়সের গরমিল স্বীকার করে সঠিক জন্মতারিখ জমা দিলে সাময়িক বরখাস্ত এড়াতে পারতেন। তবে পরে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে তাঁদের নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে হতো।

কোচ-প্লেয়ারদের পর 'নয়নমণি'র উপর কোপ! দায় এড়াতে দোষারোপ পাক ক্রিকেট কর্তা নকভির

পাক ক্রিকেটে গন্ডগোল থামার কোনও লক্ষণ নেই। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হার, তারপর কোচ বরখাস্ত, প্লেয়ারদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতি। এবার আসরে খোদ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। একসময় যিনি ছিলেন 'নয়নমণি', সেই নির্বাচক আকিব জাভেদকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন নকভি। একই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেস্পিও তোপ দেগেছেন। পাকিস্তান ক্রিকেটে এই মুহূর্তে রীতিমতো নাটক চলছে। ইংল্যান্ডের কাছে টানা দুই টেস্টে হার। এখনও আরেকটি টেস্ট বাকি। এসবের মধ্যে সিরিজের মাঝপথে টেস্ট স্কোয়াডের সাতজন ক্রিকেটার বদলে ফেলা হচ্ছে! কোচ বদলে যাচ্ছেন। ক্রিকেটাররা বাদ পড়ার খবর জানতে পারছেন তাঁদের পরিবারের থেকে! পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা আগাগোড়া বদলাতে বলছেন। দায় কার? কাউকে একটা তো নিতেই হবে। সংবাদসংস্থা খবর অনুযায়ী, এবার চাকরি যাচ্ছে আকিব জাভেদের।

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময়

উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার ও পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপর জোর প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে শনিবার সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শ্রেণিকক্ষে উদ্ভাবনী শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবহার, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি।

নয়াদিল্লির ৭ লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এই সাক্ষাৎ হয়। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা এবং নতুন প্রজন্মের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণে আধুনিক প্রযুক্তির আরও বেশি ব্যবহার করার বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।

এক শিক্ষিকার কাছে মোদি জানতে চান, জনসমক্ষে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের দ্বিধা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে তিনি কী ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেন। শিক্ষিকা জানান, জনসমক্ষে কথা বলার সময় আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁরও কিছুটা নার্ভাস লাগছে বলে জানান তিনি।

হালকা মেজাজের ওই কথোপকথনে শিক্ষিকা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'আভা' দেখে তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। জবাবে মোদি মজা করে জানতে চান, জনসমক্ষে কথা বলার সময় কি কারও 'আভা' থাকা উচিত নয়? শিক্ষিকা পাল্টা বলেন, "আপনার তো এমনিতেই ভালো আভা রয়েছে।"

অন্য এক শিক্ষিকা স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির তাঁর উদ্যোগের কথা জানান। বিষয়টি উল্লেখ করে মোদি বারাণসীর সাংসদ থাকাকালীন সময়ে স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা স্মরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ সচেতন হলে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর উদ্যোগ নিলে সচেতনতামূলক প্রচার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।

সাক্ষাৎকারে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারপ্রাপ্তরা তাঁদের দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনাকে আরও আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে তুলতে তাঁরা কী ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তা নিয়েও আলোচনা করেন তাঁরা।

শিক্ষকরা জানান, পড়ুয়াদের বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে সাহায্য করা এবং শ্রেণিকক্ষে তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিভিন্ন নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। নিয়মিত শিক্ষকতার দায়িত্বের বাইরেও সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন সামাজিক কাজ ও উদ্যোগের উদাহরণ তুলে ধরেন তাঁরা।

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও দীর্ঘদিনের কাজের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের ধারাবাহিক অবদান এবং পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবনে ইতিবাচক প্রভাবের স্বীকৃতি হিসেবেই জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এদিকে, শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শনিবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ৪৮ জন স্কুলশিক্ষকের হাতে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষকদের অনন্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সম্মান জানানোই জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারের মূল লক্ষ্য। শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি পড়ুয়াদের জীবন সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা শিক্ষকদের এই পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কালী মন্দিরে চুরি, গ্রেপ্তার এক

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: আমতলী থানাধীন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে অভিযুক্তকে আমতলী এলাকা থেকেই আটক করা হয়। ধৃতের নাম আলী হোসেন। তার বাড়ি রাজনগর এলাকায়। জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাতে মন্দিরের প্রণামী বাক্স থেকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পর মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে আমতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। মন্দির ও আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার রেকর্ড খতিয়ে দেখে পুলিশ অভিযুক্তের পরিচয় শনাক্ত করে।

পুলিশের দাবি, ধৃত আলী হোসেন একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আমতলী থানার ওসি জানান, এর আগেও কাঁঠালতলি এলাকায় চুরির ঘটনায় তার জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। পুলিশ তাকে কুখ্যাত চোর হিসেবেও দাবি করেছে।

ওসি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের সন্ধান পাওয়ার আশা করছে পুলিশ।

শনিবার ধৃত আলী হোসেনকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে ভিজিল্যান্স সচেতনতা কর্মসূচি

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: "সততা প্রগতির মূলভিত্তি" মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে শনিবার ভিজিল্যান্স সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন মাসব্যাপী ভিজিল্যান্স সচেতনতা অভিযানের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। চলতি বছরের ১৭ আগস্ট থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই সচেতনতা অভিযান চলবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের আইন দপ্তরের সচিব শ্রীমতী শেরী দাস। এছাড়াও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক ও কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি একটি প্রতিষ্ঠানের টেকসই অগ্রগতির মূল ভিত্তি। ভিজিল্যান্সকে শুধুমাত্র অনিয়ম শনাক্ত করার ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে অনিয়ম প্রতিরোধ, ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে।

তিনি ব্যাংকের সকল কর্মীকে সর্বোচ্চ সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা এবং জবাবদিহিমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, "সততা প্রগতির মূলভিত্তি" একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করে। সততা আস্থা তৈরি করে, আস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে এবং বিশ্বাসযোগ্যতাই টেকসই সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।

জানা গেছে, চলমান ভিজিল্যান্স সচেতনতা অভিযানের অধীনে আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হবে। এ সময় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে সততা ও সুশাসনের সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাতচাঁদে মিছিল করে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের মনোনয়ন জমা সিপিআইএমের

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার সাতচাঁদ ব্লকে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিল বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীরা। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে সাতচাঁদ ব্লক কার্যালয়ে পৌঁছে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সাতচাঁদ ব্লকের অধীনে মোট ১৫টি এডিসি ভিলেজে ১১১টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে শুক্রবার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ১০১টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বাকি আসনগুলিতেও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা কৃষ্ণ রক্ষিত, শংকর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, অরুণ ত্রিপুরা, বিপ্লব সান্যাল, গৌতম ভৌমিক, বারজুং কুমার ত্রিপুরাসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী তিপরা মথার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে সরব হন। তাঁর দাবি, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

প্রভাত চৌধুরী আরও দাবি করেন, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিজেপি ও তিপরা মথা সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। তবে তাঁর এই দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলগুলির বক্তব্য জানা যায়নি।

আসন্ন নির্বাচনে সাতচাঁদ ব্লকের ১৫টি এডিসি ভিলেজের সিপিআইএম প্রার্থীরা জনগণের বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রাক্তন বিধায়ক। এদিনের মিছিল ও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচিকে ঘিরে সাতচাঁদ ব্লক এলাকায় সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

এডিসি ভিলেজ নির্বাচন ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন সফল করার আহ্বানে ধর্মনগরে বামেদের বাইক র‍্যালি

ধর্মনগর, ৫ সেপ্টেম্বর: আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান এবং আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপুরা চা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে শনিবার ধর্মনগরে বিশাল বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ধর্মনগরের ডি এন ভি মাঠে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের জমায়েতের পর বাইক র‍্যালির সূচনা হয়। বিপুল সংখ্যক বাম কর্মী-সমর্থক বাইক নিয়ে র‍্যালিতে অংশ নেন। ধর্মনগরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে র‍্যালিটি নয়াপাড়ার সিপিআইএম পার্টি অফিসে গিয়ে শেষ হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরের নেতাজি মূর্তির পাদদেশে একটি প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ওই সমাবেশ থেকে এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার পাশাপাশি ত্রিপুরা চা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানানো হবে।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম, সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দেসহ সিপিআইএমের রাজ্য ও জেলা কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের।

এদিন বাইক র‍্যালি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত জানান, আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা চা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন আয়োজনের জন্য ধর্মনগর পৌর পরিষদের কাছে হলঘর দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু আবেদন করা সত্ত্বেও পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মেলনের জন্য হলঘর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

অমিতাভ দত্ত জানান, হলঘর না পাওয়ায় সম্মেলন বাতিল করা হচ্ছে না। আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী হল নির্মাণ করেই নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি।

এদিকে, আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে ধর্মনগরে বামফ্রন্টের এই বিশাল বাইক র‍্যালি এবং আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের প্রকাশ্য সমাবেশকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার হয়েছে।

খোয়াইয়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ৪

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: খোয়াই থানার অন্তর্গত সোনাতলা---বাসুদেব বাড়ি এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত চারজন। দুর্ঘটনায় তিনটি গাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টিআর০১সিএইচ০২২৬ নম্বরের একটি গাড়ি খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে যাওয়ার সময় সোনাতলা---বাসুদেব বাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় অটোটি রাস্তার পাশের একটি গর্তে গিয়ে পড়ে। এরপর নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি আরও একটি মালবাহী গাড়িতে ধাক্কা দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির গতি অত্যন্ত বেশি ছিল। অতিরিক্ত গতির কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। সংঘর্ষের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিছিল করে লেফুঙ্গা ব্লকের ৫ ভিসিতে তিপরা মথা মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিল, উপস্থিত সিইএম

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ ১০ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এডিসির ভিলেজ কাউন্সিল (ভিসি) নির্বাচন। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ এবং ৫ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে এডিসির শাসকদল তিপরা মথা।

এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত ১০টি ভিলেজ কাউন্সিলের মধ্যে ৫টি ভিসির জন্য তিপ্রা মথা মনোনীত মোট ৩৮ জন প্রার্থী মিছিল করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। নেচে-গেয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) রুনিয়েল দেববর্মা, তিপ্রা মথার লেফুঙ্গা ব্লক সভাপতি দীপক দেববর্মা, যুব নেতা প্রশান্ত দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

মনোনয়ন দাখিলের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভিসি নির্বাচন নিয়ে সিইএম রুনিয়েল দেববর্মা দাবি করেন, এডিসির ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে তিপ্রা মথা দলের একচ্ছত্র জয় নিশ্চিত। তবে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি বলেন, দলের তরফে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে জোট হলে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোটধর্ম পালন করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিলোনিয়ায় ৬৫তম জাতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন, সম্মানিত ২৫ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর: বিদ্যালয় শিক্ষা পরিদর্শক, বিলোনিয়া এবং শিক্ষক দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে শনিবার বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার সংলগ্ন অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো ৬৫তম জাতীয় শিক্ষক দিবস। ভারতচন্দ্রনগর ব্লক ও বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকার বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্বলন এবং প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, রামঠাকুর কলেজের অধ্যাপক মৌসম ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন পুতুল পাল বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক বিমল দাস, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক জীবন দাসসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন, শিক্ষকরা সমাজ ও দেশ গড়ার কারিগর। শিক্ষক স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই মহিলা সাংবাদিকের ওপর দিল্লি পুলিশের নির্যাতনের অভিযোগ, প্রতিবাদে সরব ত্রিপুরা পিপলস পার্টি

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে শাহিন খান ও নাফিসা খান নামে দুই মহিলা সাংবাদিকের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ত্রিপুরা পিপলস পার্টি। দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস বিবৃতিতে ঘটনাটিকে 'অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার উপস্থিতিতে দুই সাংবাদিক দিল্লির এইমসের চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল অবস্থা এবং নাবালিকা ধর্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছিলেন। এরপরই তাঁদের থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ।

ত্রিপুরা পিপলস পার্টির দাবি, পুলিশের লাঠির আঘাতে দুই সাংবাদিক গুরুতর আহত হন। এমনকি আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকা শাহিন খানকে জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলেও বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁদের মুসলিম পরিচয় জানার পর পুলিশ আরও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে বলেও অভিযোগ করেছে দলটি।

বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়, ঘটনার বিচার চেয়ে থানায় মামলা দায়ের করতে গেলেও পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেনি। এই ঘটনাকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ হিসেবে উল্লেখ করে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ইতিমধ্যেই উদ্বেগজনক। তার মধ্যে সাংবাদিকদের ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের ওপর হামলার অভিযোগ দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সাংবিধানিক অধিকারের জন্য গুরুতর হুমকি।

এই ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লিতে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি রাজ্যের সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন এলাকায় গণমোর্চা গড়ে তুলে এ ধরনের 'রাষ্ট্রীয় আক্রমণের' বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবকের মৃত্যু, মালিক শুভম বিশ্বাস সহ গ্রেফতার ৮

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক ব্যক্তিকে মারধর করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগে স্বপ্না ফাউন্ডেশন রিহ্যাব সেন্টারের কর্ণধার শুভম বিশ্বাসসহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করেছে এনসিসি থানার পুলিশ। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১১৮(১) ও ১০৩(১) ধারায় মামলা করা হয়েছে।

ওসি পরিতোষ দাস জানান, গত ১৬ আগস্ট শাহানা দাস ভট্টাচার্য এনসিসি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ গত ৯ আগস্ট তাঁর স্বামী তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্যকে স্বপ্না ফাউন্ডেশন রিহ্যাব সেন্টারে মারধর করা হয়। পরে তাঁকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর চিকিৎসা, ওষুধ এবং চিকিৎসক দেখানোর জন্য পরিবারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে টাকা নেওয়া হয়েছিল এবং আরও টাকা দাবি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন শাহানা।ওই অভিযোগের ভিত্তিতে এনসিসি থানায় ৫৯/২০২৪ নম্বর মামলা রুজু করা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত স্বপ্না ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শুভম বিশ্বাস, অফিসের কর্মী এবং রিহ্যাব সেন্টারে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে মোট আটজনের বিরুদ্ধে জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে বলে জানিয়েছে। এরপরই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মৃতের শরীরে মারধরের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে এবং রিপোর্টেও তার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, পূর্বে এমন কোনও অভিযোগ তাদের কাছে ছিল না। তবে বর্তমান অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তির সময় পরিবারের কাছ থেকে প্রথমে ৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আরও টাকা নেওয়ার বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রেফতার আটজনকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ।

রাজন্য আমলের ঐতিহ্য মেনে দুর্গাবাড়িতে 'কাঠাম খিলি', জন্মাষ্টমীতে ধর্মীয় আবহ

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: প্রতি বছরের মতো এ বছরও রাজন্য আমল থেকে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী রীতি মেনে রাজধানী আগরতলা শহরের ঐতিহাসিক দুর্গাবাড়িতে জন্মাষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হল 'কাঠাম খিলি' অনুষ্ঠান। প্রাচীন এই রীতিকে ঘিরে এদিন দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে তৈরি হয় বিশেষ ধর্মীয় আবহ। জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি মেনে 'কাঠাম খিলি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজন্য আমল থেকে চলে আসা এই ঐতিহ্য আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন সংশ্লিষ্টরা। এই প্রাচীন ধর্মীয় রীতিকে কেন্দ্র করে দুর্গাবাড়িতে মানুষের সমাগমও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন দেখতে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। স্থানীয়দের মতে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা 'কাঠাম খিলি' শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি আগরতলার ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সময়ের সঙ্গে নানা পরিবর্তন এলেও রাজন্য আমলের এই প্রাচীন রীতি এখনও একই নিষ্ঠায় পালিত হওয়ায় এর ঐতিহ্য ও গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধের সংস্কৃতি মেনে নেওয়া যায় না: সুদীপ

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর: দাবি আদায়ে বারবার রেললাইন কিংবা জাতীয় সড়ক অবরোধের সংস্কৃতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন জঙ্গিদের ৭২ ঘণ্টার রেল ও সড়ক অবরোধের প্রসঙ্গে এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর পরামর্শ, সাধারণ মানুষকে সমস্যায় না ফেলে প্রয়োজনে আমরণ অনশনের মতো কর্মসূচি নেওয়া হোক।

এদিন সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, আত্মসমর্পণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ছিল। কতজন আত্মসমর্পণ করেছেন, কতগুলি অস্ত্র জমা দেওয়া হয়েছে এবং কতগুলি মামলা রয়েছে, সেই সংক্রান্ত সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া উচিত। হাজার হাজার নাম নথিভুক্ত করে শুধুমাত্র সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হলে তার একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি থাকা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, যারা সত্যিই উগ্রবাদী জীবন ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, তাঁদের বৈধ দাবিগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু অস্ত্র সমর্পণ বা সংশ্লিষ্ট কোনও অভিযোগের ভিত্তি নেই, এমন ভুয়া বা কাল্পনিক নামের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ এনে পুনর্বাসনের চেষ্টা হলে তা সঠিক হবে না।

প্রাক্তন জঙ্গিদের দাবি এবং বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুদীপ।

তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে তার কার্যকর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। আত্মসমর্পণকারী উগ্রবাদীদের দাবিগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে না বলেই বারবার রাস্তা অবরোধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কিছু হলেই রেল কিংবা জাতীয় সড়ক অবরোধ, এই সংস্কৃতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আন্দোলনের কারণে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। মুমূর্ষু রোগীরা যাতায়াত করতে পারছেন না, জরুরি কাজে বের হওয়া মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। ট্রেন ও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় কার্যত সবকিছু পঙ্গু হয়ে রয়েছে।

প্রশাসনের ভূমিকা প্রসঙ্গে সুদীপ বলেন, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার পর অবরোধ প্রত্যাহার হতে পারে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।তাঁর পরামর্শ, মানুষকে কেন হয়রানি না করে আপনারা আমরণ অনশন করুন। আপনারা কষ্টটা আপনাদের শারীরিকভাবে নিজেদের ওপর নিন, মানুষকে কষ্ট দেবেন না।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 06-09-2026, 01:38